ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালীন বেদী হইতে

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয়।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

১৭৮৩ শকের ৬ আষাঢ় অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত

কলিকাতা

ব্রাহ্ম সমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বৈশাখ ১৭৮৮ শক।

সূচিপত্র।

পত্রাঙ্ক।

পত্রাঙ্ক।

যথাকারী যথাচারী তথা ভ-
বতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি
পাপকারী পাপোভবতি। পু-
ণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি
পাপঃ পাপেন। ১ খ। ১৫ অ। ৩ শ্লো।

ব্রতহীন স্বেচ্ছাচারী পাপীরা এখান হইতে যে পরিমাণে পাপ-ভার লইয়া অবস্থত হয়, সেই পরিমাণে পর লোকে পাপ প্রতীকারের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়। ৯

শান্তং শিবমদ্বৈতং। ১ খ। ৯ অ। ৫ শ্লো।

এ পৃথিবীতে যে তাঁহার শরণাপন্ন না হইল, তিনি তাহাকে মৃত্যুর পরেও পরিত্যাগ করিবেন না। ১৪

ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদ-
মৃতাভবন্তি। ১ খ। ৪ অ। ৮ শ্লো।

আমরা চির কালই তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিব। সেই অমৃতের সঙ্গে অমৃত-ভোজী হইয়া চির দিন তাঁহার আনন্দ-নেত্রের সম্মুখে থাকিব। আমাদের আশার অন্ত নাই, আমারদের মৃত্যুতে ভয় নাই। অমৃত-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যু-ভয় হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হওয়া যায়। ২১

পত্রাঙ্ক।

ওঁ তৎসৎ

প্রথম ব্যাখ্যান।

৬ আষাঢ় ১৭৮৩ শক।

"সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যোযস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেয়ং।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।"

তিনি দেশ কালের অতীত, অথচ দেশ কালের মধ্যে থাকিয়া এই অসীম জগৎ সংসার পালন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী: সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে—সেই মঙ্গলময়, বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

দ্যুলোক, ভূলোক; দেব, মনুষ্য; পশু, পক্ষী; তাঁহারি নিশ্বাসে নিশ্বসিত হইয়াছে। তাঁহাতেই এ প্রকাণ্ড বিশ্ব ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। তিনি সকলের রাজা। তিনি "রাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালক।" তিনি কেবল জড় জগতের রাজা নহেন, তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যেরো রাজা। তিনি যেমন আমায়দের শারীরিক সুখ বিধান করিতেছেন, সেই রূপ আত্মাকেও তিনি পোষণ করিতেছেন। সেই ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর "সত্যস্য সত্যং" "সত্যস্য পরমং নিধানং"

তিনি সত্যের সত্য; তিনি সত্যের পরম নিধান। তাঁহারই নিয়মে থাকিয়া, তাঁরই আশ্রয়ে থাকিয়া, এই জগৎ সংসার সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছে। তিনি আমারদিগকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইতেছেন। যদি এই সংসারের বিপদ্-সাগরে পতিত হইয়া কোন এক ঐশ্বর্য্যশালীর নিকটে ক্রন্দন করি, তবে হয় তো তিনি আমারদিগকে সেই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করেন; কিন্তু পাপ হইতে কে আমারদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারে? পাপ হইতে উদ্ধার করিবার আর কাহারো সাধ্য নাই; কেবল একমাত্র ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরই আমারদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই ধর্ম্মাবহেরই আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা ধর্ম্ম পালন করিতছি, তাঁরই আশ্রয়ে আমরা পশু-ভাবকে অতিক্রম করিয়া দেব-ভাব প্রাপ্ত হইতেছি। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যখনি আমরা কুটিল পাপকে হৃদয়ে স্থান দিই, তৎক্ষণাৎ তিনি আমারদিগকে দণ্ড বিধান করেন; তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্যত বজ্র নিক্ষেপ করিয়া আমারদের হৃদয়কে শত ভাগে বিদীর্ণ করেন। কিন্তু ইহাতেও কি তাঁহার অসদৃশ স্নেহ প্রকাশ পায় না? সেই করুণাময় পিতা আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া সর্ব্বদাই আমারদের সঙ্গেই আছেন; কি জানি আমরা পথ হারা হইয়া পাপ-পঙ্কিল হ্রদে একে বারে ডুবিয়া যাই, কি জানি ক্ষুদ্র সংসারের লোভে পতিত হইয়া আর উদ্ধার হইতে না পারি, এ জন্য তিনি আমারদিগকে আপনার অমোঘ সাহায্যে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যখনি আমরা

তাঁহার নিষিদ্ধ পথে পদ নিক্ষেপ করি, তৎক্ষণাৎ আমারদের হৃদয়ে আত্মগ্লানি-রূপ বজ্র আসিয়া আমারদিগকে ধরাশায়ী করে ; তৎক্ষণাৎ আমরা সেই অন্তর্যামী বিধাতার হস্ত দেখিতে পাই। মাতা যেমন হস্ত ধারণ করিয়া শিশুদিগকে পদ চালনার শিক্ষা দেন, সেই প্রকার ঈশ্বরও আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমারদিগকে দেব-পথে চলিবার শিক্ষা দেন; আমরা ধর্ম্ম-সোপানে পদ নিক্ষেপ করিয়া অমৃত পান করিতে করিতে সবল হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইতে থাকি। আমাদের যিনি হৃদয়েশ্বর, তিনি আমারদের হৃদয়েই বর্ত্তমান। তিনি যদি আমাদের হৃদয়েতেই না থাকিতেন; তবে কেন আমরা গোপনে, নির্জ্জন গহনে, মেঘাচ্ছন্ন তমসাবৃত গভীর নিশীথে, পাপাচরণ করিলে আমারদের হৃদয় বাণ-বিদ্ধ হইতে থাকে ? যখন আমরা সেই অসহ্য গ্লানিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বাণ-বিদ্ধ হরিণের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকি ; তখন আমাদের সম্মুখে উদ্যত বজ্রের ন্যায় কাহার রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ পায় ? কিন্তু সে সময়ে ঈশ্বরের স্নেহ কি আমরা অনুভব করিতে পারি না ? যখন তাঁহার দণ্ড ভোগ করিয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং ক্রমে যখন সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অল্পে অল্পে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকি ; তখন কি তাঁহার স্নেহ আমরা অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার পদে প্রণিপাত করি না ? দেখ, আমরা ঘোর পাপী হইয়াও ঈশ্বরের করুণাতে পাপ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি। এখানে অবাধ্য দুষ্ট পুত্রকে ত্যজ্য পুত্র করিয়া তাহার প্রতি পিতা আর দৃষ্টি

করেন না; কিন্তু ঈশ্বরের কি সেই প্রকার ত্যাজ্য পুত্র আছে? এমন কি কোন পাপাত্মা থাকিতে পারে, যাহাকে ঈশ্বর ত্যাজ্য পুত্র বলিয়া একে বারে পরিত্যাগ করেন? কখনই না। তিনি ঘোরতর পাপীদিগেরো লৌহ-বদ্ধ হৃদয়-দ্বার ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন এবং উপযুক্ত মতে সহস্র-প্রকার দণ্ড বিধান দ্বারা অবশেষে তাহাকে পুনর্ব্বার আপন ক্রোড়ে আনয়ন করেন। তিনি রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন, তিনি দণ্ড বিধান করেন, তিনি আত্ম-গ্লানি-রূপ তীব্র করাত দ্বারা পাপাশ্রিত হৃদয়কে কর্ত্তন করেন যে আমরা পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অমৃত ক্রোড়ের আশ্রয় লইব। যদি আমাদের আত্মা হইতে পাপ-মলা প্রক্ষালিত না হয়; তবে যেমন সমল আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেই প্রকার আমাদের আত্মাতেও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয় না; এ নিমিত্তে তিনি অগ্রে দণ্ড বিধান করিয়া আমাদের পাপ-মলা-সকল দূরীভূত করেন, পরে তাঁহার প্রীতি-পূর্ণ দক্ষিণ মুখের দর্শন দিয়া আমারদিগকে তাঁহার প্রেমের প্রেমিক করেন। তিনি আমারদিগের মলিন মুখ দেখিতে পারেন না। তিনি কি পাপী, কি পুণ্যবান্, সকলেরি হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহারদিগের শেষ গতির নিমিত্তে যত্ন করিতেছেন। তিনি পুণ্যশীলদিগকে আত্মপ্রসাদ ও অমৃত বারি প্রেরণ করিয়া ক্রমাগত উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেছেন, তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গ লোকে তাহারদিগকে লইয়া যাইতেছেন এবং পাপীদিগকেও ক্লেশের পর ক্লেশ দিয়া, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে লইয়া, অবশেষে স্বীয় অ-

মৃত ক্রোড়ে উপবেশন করাইতেছেন। পাপের মোচয়িতা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা যদি সহস্র পাপে পাপী হইয়াও যথার্থ অনুতাপের সহিত তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং সেই পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হই; তবে ঈশ্বর আমারদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার আমারদের নিকটে আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। তথাপি সাবধান হও, যেন কুৎসিত পাপ-পথের কর্দ্দমে মলিন হইয়া অনুতাপিত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডায়মান হইতে না হয়। ঈশ্বর তো আমারদের করুণাময় পিতা আছেনই, তিনি আমারদিগকে অনুতপ্ত দেখিলে তো সান্ত্বনা করিবেনই; কিন্তু সে অনুতাপ ও আত্মগ্লানি কভু আদরণীয় নহে, তাহা হৃদয়ের শোণিতকে শুষ্ক করিয়া দেয়। এ রূপ অনুতাপ, কঠিন-হৃদয় কপট-বেশী ঘোর সাংসারিক মনুষ্যেরই মনে উত্থিত হউক। যেমন উৎকট বিকারে পীড়িত মুমূর্ষুকে বিষ ভক্ষণ করাইলে তবে তাহার চেতনার কিছু উদ্রেক হয়, সেই প্রকার এই অনুতাপো কঠিন হৃদয় পাপাত্মাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবে তাহারদিগকে কিছু জাগ্রৎ রাখিতে পারে। সকলে সাবধান হও, যেন মঙ্গলময় পরমেশ্বররের আদেশের বিপরীত কোন কার্য্য না কর। তাঁহার আদেশ, সর্ব্বতোভাবে পালন কর। তিনি যে সকল আদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল একমাত্র আমারদের মঙ্গলেরই জন্য; কিন্তু আমরা কি নির্ব্বোধ, কি অকৃতজ্ঞ! ঈশ্বর তিনি আমারদেরই মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল সংস্থাপন করিয়াছেন আর আমরা জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার শুভাভিপ্রায়ে বাধা

দিতেছি; আমরা আপনারাই আপনার অনিষ্ট করিবার মানসে ক্ষিপ্তের ন্যায় নিজ মস্তকোপরি খড়্গাঘাত করিতেছি। সাবধান, যেন তোমরা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-পথের রেখামাত্রেরও বহির্গত না হও; কিন্তু যদি মোহ-বশত কখন তাঁহার ধর্ম্ম-সেতু উল্লঙ্ঘন কর, তবে স্বাপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহারই পদতলে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁহার রাজ্যে দোষী হইয়া আর কোথায় পলায়ন করিবে? গিরি-গুহা কাননে, নির্জ্জন গহনে, সমুদ্র পর্ব্বতে, ইহ লোকে পর লোকে, সকল স্থানেই তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত আছে—ত্রিভুবনে এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহা হইতে লুক্কায়িত থাকা যায়। তিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, তিনি বিশ্বতোমুখ, তিনি বিশ্বতস্পাৎ; তিনি বিশ্ব সংসারে একে বারে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তাঁহার ভয় হইতে আমরা কোথায় যাইয়া রক্ষা পাইতে পারি? কোথাও না। রক্ষা পাইতে হইলে এক মাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। তিনি তাঁহার শরণাগত ভক্তকে কখন পরিত্যাগ করেন না, তিনি তাহাকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ করেন। যদি সেই করুণাময় পিতার পবিত্র ও প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে প্রাণ মন শরীরের সহিত তাঁহার আদেশ, তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল, পালন কর—পবিত্রতাকে হৃদয়ে ধারণ কর। অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। যদি কখন প্রলোভনের মলিন পঙ্কিল কর্দ্দমে পতিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হও, তবে বার বার বলিতেছি যে ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করিও, তাঁহারি নিকটে ক্ষমা প্রা-

র্থনা করিও; তিনি তোমারদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সেই পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া দেবতাদিগের পুণ্য পদবীতে লইয়া যাইবেন। ঈশ্বর আমারদের আত্মার ভেষজ। যখন আমরা পাপ-বিকারে বিকৃত হইয়া, স্বাধীনতাকে নষ্ট করিয়া, অজ্ঞানান্ধ হইয়া কার্য্য করিতে থাকি, তখনি তিনি আমার-দিগকে সহস্র প্রকার দণ্ড দ্বারা স্বপথে লইবার যত্ন করেন, উপযুক্ত হইলে সে সময়েও আমারদের হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু অমৃত বারি প্রেরণ করেন। হয় তো আমরা সেই অমৃত-কণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাই এবং ক্রমে আমারদিগের হৃদয়ে যত অমৃত বারি স-ঞ্চিত হইতে থাকে, ততই আমরা পাপকে পরাস্ত করিয়া এই সংসারের কণ্টকবনের মধ্য দিয়াও সেই অমৃত নিকে-তনে অগ্রসর হইতে থাকি। এই প্রকার অগ্রসর হইতে হইতেও ভ্রান্তি বা মোহ বশত যদিও কখন কখন আমার-দের পদ স্খলিত হয়, তবে নিশ্চয়ই তখন ঈশ্বর আমারদের সহায় হইয়া দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ করেন। তিনি আমা-রদিগের মঙ্গলময় পিতা; তিনি আমারদের শত্রু নহেন, আমাদের সুখ দুঃখেতে উদাসীন নহেন; তিনি এক দিকে স্বর্গ আর এক দিকে অনন্ত নরক রাখিয়া আমারদিগকে তাহার মধ্য-স্থলে রাখেন নাই যে চাই আমরা স্বর্গে যাই, চাই আমরা নরকে যাই। তিনি চাহেন যে আমরা উন্ন-তিরই পথে পদার্পণ করি, তাঁহার সৃষ্টির কেবল এই এক মাত্র প্রণালী যে আমরা অবশেষে তাঁহারই মঙ্গল-চ্ছায়া প্রাপ্ত হইতে পারি, এবং তাঁহার ক্রোড়ের আশ্রয় পাইয়া এই ভুলোক হইতে দেব-লোকে, দেব-লোক হইতে

দেব-লোকে উত্থিত হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারি। করুণাময় ঈশ্বরের উন্নতিশীল রাজ্যে অনন্ত শাস্তি নাই; তিনি কেবল দণ্ডের নিমিত্তে কাহাকেও দণ্ড বিধান করেন না। তাঁহার ন্যায়ই তাঁহার করুণা, তাঁহার করুণাই তাঁহার ন্যায়। তাঁহার দণ্ড কেবল আমারদিগকে তাঁহার সৎপথে আনিবার উপায় মাত্র। তিনি আমারদের সুখ-দাতা, মঙ্গল-দাতা, মুক্তি-দাতা। তাঁহারি প্রসাদে অনন্ত জীবন ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারি মহিমা গান করিতেছি।

দেখ, ঈশ্বরের কি করুণা! আমরা ঘোর পাপেতে জড়ীভূত থাকিলেও তিনি আমারদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতেছেন। তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিয়া এসো আমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার পদতলে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ করি; তাঁহার পদতলের ছায়াতে এই উত্তপ্ত গাত্রকে শীতল করি; সংসার-দাবানলে আমারদের আত্মা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকটে কাতর মনে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের আত্মাতে আত্ম-প্রসাদ-রূপ শীতল বারি বর্ষণ করিবেন। এসো, এই সময়েই আমরা তাঁহার অমৃত হ্রদে অবগাহন করিয়া "হৃদয়-থাল-ভার প্রীতি-পুষ্প-হার" তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি প্রসন্ন হইয়া এখনি তাহা গ্রহণ করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

২০ আষাঢ় ১৭৮৩ শক।

"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃপাপেন।"

হে ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্ম-সকল! তোমরা কি লক্ষ্য করিয়া এই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ? কিসের নিমিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছ? সংসারের বিপত্তি ও পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্যে কি নহে? আমরা সংসারের পাপ তাপ ও বদ্ধ ভাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহার উদার প্রীতিতে আপনার আত্মাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তের আশ্রয়ে থাকিয়া মুক্ত হইবার জন্যই এই পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। পরমেশ্বর পাপের মোচয়িতা ও অক্ষয় মুক্তি দাতা; তাঁরই শরণাপন্ন হইয়া ঘোরতর পাপ হইতে, সংসারের মোহ-পাশ হইতে, উদ্ধার পাই; সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ, সেই অনন্যগতি পরমেশ্বরেতে আত্মা সমর্পণ করিয়াই আমারদের আত্মাকে দিন দিন উন্নত করি। যে দিবসে প্রীতির সহিত আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিবস হইতেই আমরা উন্নতি লাভ করিয়া ক্রমাগতই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছি এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব। আমারদের পরমেশ্বরের সহিত এক বার যোগ হইলে এই

সঙ্কুচিত তাপিত হৃদয় প্রশস্ত ও শীতল হইয়া তাঁহার সুশাসিত সুরম্য রাজ্য হয়, এই আত্মা তাঁহার অমৃত-নিকেতন হয়; ইহাতেই তিনি প্রীতি পূর্ব্বক বাস করেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে পাপ-মলিনতাকে আত্মা হইতে যত উন্মোচন করিতে থাকি, ততই তাঁহার সত্ত্বা ইহাতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। এখনই তোমরা একবার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখ যে এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ঈশ্বরকে তোমরা কত টুকু ধারণ করিতে পারিতেছ, আত্মাকে কত উন্নত করিতে পারিয়াছ। এখনই আপনার আত্মাকে উন্নত করিয়া সেই পরমাত্মার সহিত যোগ কর, নিশ্চয় জানিবে যে ঈশ্বর হইতে আমরা কেহই কখন বিযুক্ত নহি। সেই পরম পুরুষ সকলেরি হৃদয়ে বাস করিতেছেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত এক বার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারদের সে যোগের আর কখনই অন্ত নাই। যদি গ্রহ তারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়; তথাপি আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ, তাহার কখনই বিচ্যুতি হইবে না। তাঁহার সঙ্গে আমারদের অনন্ত যোগ। যখন পাপ-মলা হৃদয় হইতে অপসারিত হয়, যখন মঙ্গল-ভাব আত্মাতে আবিষ্কৃত হয়, যখন তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমারদের ইচ্ছার সম্মিলন হয়, তখনি আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার সহিত যে যোগ তাহা অকাট্য যোগ, সে যোগের বিচ্যুতি নাই। সেই যোগ-জনিত অমৃত লাভ করিয়া আমরা মৃত্যুভয় হইতে চির কালের নিমিত্তে পরিত্রাণ পাই এবং সেই দেব-স্পৃহণীয় অমৃত পানে অনন্ত জীবন ধারণ করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া দিন দিন তাঁহারই সমীপবর্ত্তী হইতে থাকি।

কিন্তু হায়! তাহারদের কি দুর্দ্দশা, যাহারা কেবল প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সংসারের বিপথে পদার্পণ করিয়াছে; যাহারা এই সংসারে মুহ্যমান হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। তাহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইয়া পাপেতেই মুগ্ধ থাকে, তাহারদের স্বাভাবিক পবিত্রতা ক্রমে অন্তরিত হইয়া যায়; তাহারা ভয়েতে, ক্লেশেতে, গ্লানিতে, সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও ভীত থাকে। তাহারা পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই সর্ব্বদা যত্নশীল; কিসে কুপ্রবৃত্তি-সকল সতেজ হয়, কিসে পাপ-বিষয়-সকল হস্তগত হয়, তাহারই জন্য তাহারা ব্যস্ত; পাপ হইতে যে কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইবে, তাহা এক বারও মনে করে না। তাহারা এই প্রকারে পাপের মধ্যে থাকিয়াই পাপাচরণ করিতে থাকে এবং বারংবার পাপাচরণ করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। তাহারদিগকে পাপ-দূষিত কুবুদ্ধি আসিয়া বলে, "পাপাচরণ করিতে শঙ্কা করা কাপুরুষের লক্ষণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম পর লোক ও মুক্তি এ সকল ভ্রান্তি মাত্র, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করাই ধর্ম্ম, মৃত্যুই জীবনের শেষ।" ঘোর পাপীরা মনে করে, ধর্ম্ম ও পর কাল না থাকিলেই তাহারদের পক্ষে ভাল, এ নিমিত্তেই তাহারা কুবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া পর কাল হইতে লুক্কায়িত থাকিতে চাহে, ব্যাধাক্রান্ত হরিণের ন্যায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে। তাহারা যত মনে করে যে ধর্ম্ম ও পর কাল না থাকিলেই ভাল, ধর্ম্ম ও পর কাল আসিয়া তাহারদিগকে ততই পীড়ন করে। তাহারা পাপেতে, তাপেতে, গ্লানিতে, অবসন্ন হইয়া আসন্ন মৃত্যু-ভয়ে কম্পমান হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের

শরণাপন্ন হইয়া অনুতাপিত চিত্তে অসৎপথ হইতে সৎপথে ফিরিয়া আইসে, সে পর্য্যন্ত সেই পাপীদিগের এখানেও অসহ্য যন্ত্রণা, এবং মৃত্যুর পরেও তদনুরূপ তাঁহাদের হৃদয় নরকাভিভূত হইয়া অনবরত বাণ-বিদ্ধ ও অগ্নি-দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব হে সাধু সজ্জন-সকল! তোমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট অনুতাপিত হৃদয়ে ক্রন্দন করিয়া পাপ হইতে পবিত্র হও। পাপ করিয়া কুতর্ক দ্বারা আপনাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিও না, মৃত্যুর পরে তোমারদের যে অবস্থা হইবে, তাহার প্রতি অন্ধ থাকিও না; কিন্তু সরল হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হও, তোমারদের পাপ-তাপ সকল দূরীভূত হইবে, তোমরা পুণ্য-পদবীতে ক্রমে উন্নত হইবে, এবং পর লোকে দেবতাদিগের সঙ্গে সমস্বরে ঈশ্বরের গুণ গান করিতে পাইবে ও তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিতে পারিবে। এখন অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও এবং আপনার চরিত্রকে শোধন করিয়া ঈশ্বরের কার্য্য অনুষ্ঠান কর; পৃথিবীকে শেষ গতি মনে করিয়া যথেচ্ছাচার করিও না। ব্রতহীন স্বেচ্ছাচারী পাপীরা এখান হইতে যে পরিমাণে পাপ-ভার লইয়া অবসৃত হয়, সেই পরিমাণে পর লোকে পাপ প্রতীকারের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা এক বার ভাবিয়া দেখ যে এমন কত কত লোক পাপেতে, তাপেতে, গ্লানিতে আচ্ছন্ন হইয়া মৃতপ্রায় রহিয়াছে। তোমরা তাহারদিগের সম্বন্ধে কেমন উন্নত আছ, তোমরা ঈশ্বরের আনন্দ উপ-

ভোগ করিয়া কেমন সন্তোষামৃত লাভ করিতেছ। কিন্তু যদি তোমরা ইহাতে সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে যেন হীন মলিন ভ্রাতাদিগের দুঃখ দেখিয়া তাহারদিগকে সেই নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হও। হয় তো তোমাদের কিঞ্চিৎ উপদেশ-বাক্যে কাহারো না কাহারো চেতন হইবে। আহা! দেখ, এই মলিন নগরের চতুর্দ্দিকে কত কত মন্দ-ভাগ্য, কৃপা-পাত্র, পাপ-জর্জ্জরিত, পরম পিতার দুর্ব্বল সন্তান-সকল, আসুরিক মাদক গরল ভক্ষণ করিয়া, শোকে আকুল রোগে কাতর হইয়া, অমৃত বারির অভাবে ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে ইতস্ততঃ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছে। দেখ, আমারদের এই পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভাবে কত আত্মার বিনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন যে আমারদিগের পুরাতন উৎকৃষ্ট ভারত ভূমি, তাহাও রাক্ষস-ভূমির ন্যায় ধর্ম্ম-শূন্য হইল—ইহা দেখিয়া আমারদের চক্ষুর জল কি প্রকারে ধারণ করিব, ইহাতে কি আমারদের হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় না? যাহারা অদ্যাপি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়াছে, তাহারদিগকে তাহার আশ্রয়ে আনিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হও; যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়, তাহাতে শরীর মন সমর্পণ কর। কেহ বা প্রবক্তা হইয়া চুম্বকানুকারী অগ্নিময় বাক্য-সকল নিশ্বসিত করিয়া সরলের চিত্তকে আকর্ষণ কর, কেহ বা সুনিপুণ গ্রন্থকার হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য-সকল সজ্জনের মনে মুদ্রিত কর এবং কেহ বা পর্য্যটক পরিব্রাজক হইয়া ঋষিদিগের ন্যায় সামান্য জীবন যাপন করত ঈশ্বরের নিমিত্তে সাংসারিক

সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, ঘরে, ঘরে, দ্বারে দ্বারে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন কর—ইহার কোমল ভাব-সকল সকলের হৃদয়ে রোপিত কর। আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সময় এই আরম্ভ হইয়াছে; এই সময়ে আমরা যেন সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে যত্ন করি। আমারদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে। হে ঈশ্বর! তুমিই আমারদের সহায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

২৭ আষাঢ় ১৭৮৩ শক।

"শান্তং শিবমদ্বৈতং।"

এই মাত্র আমরা পবিত্র পরমেশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইলাম। পুনর্ব্বার উৎসাহ পূর্ব্বক সেই নাম উচ্চারণ করি—'শান্তংশিবমদ্বৈতং'—তিনি শান্ত-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া অনুধাবন কর, এই মাহাবাক্যে কি জীবিত ভাব-সকল প্রচ্ছন্ন আছে; তিনি শান্তির নিকেতন, তিনি মঙ্গলের আকর, তিনি অদ্বিতীয়। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে—তিনি এক—তাঁহার "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া" তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া স্বাভাবিক, তাঁহার বল-ক্রিয়া স্বাভাবিক। এই অসীম সংসারের মধ্যে এমন একটি ক্ষুদ্র রেণু নাই, যাহা

তাঁহা হইতে ভিন্ন রহিয়াছে। সেই রেণুর এমন কিছু শক্তি নাই, যাহা তাঁহার শক্তি হইতে বিযুক্ত রহিয়াছে। সকল সত্তা তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; তিনি মূল-শক্তি, সকলের আদি কারণ, আর সকলই তাঁ-হার আশ্রিত। তিনি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র, স্বপ্রকাশ। সেই মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গল-রাজ্যে আমরা বাস করিতেছি। আমরা সকলেই সেই অমৃত-স্বরূপের সন্তান, আমরা তাঁহারই আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছি। আমরা সেই মঙ্গলময়ের অসীম রাজ্যের প্রজা। সম্পত্তি কি বি-পত্তি, সুখ কি দুঃখ, দিবা কি রাত্রি—সকলই "একা-য়নং"—সকলেরই গতি সেই মঙ্গলের দিকে। সকলে মিলিয়া সেই মঙ্গলাবহের শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। যে কিছু ঘটনা, যাহাতে আমরা সুখী হই বা দুঃখী হই, আমরা বিপদে অভিভূত হই, বা সম্প-দেই প্রফুল্লিত হই; সেই বিপদে সম্পদে তাঁহার করুণা মুদ্রিত রহিয়াছে। যখন আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-রাজ্যের মঙ্গল বিধান-সকল অতিক্রম করিয়া দণ্ড ভোগ করি, তখ-নও তাঁহার করুণা। যখন পুণ্যের পুরস্কার লাভ করিয়া প্রসন্ন হই, তখনও তাঁহার করুণা। তিনি সর্ব্ব ক্ষণ আমা-রদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পুণ্যের সমান পুরস্কার দিতে-ছেন, পাপের সমান দণ্ড বিধান করিতেছেন। ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজ-দণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তাঁহার শাসন হইতে কেহই কোথাও পলায়ন করিতে পারে না। যখনি পাপাচারী বিদ্রোহীরা সেই সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের মঙ্গল-নিয়ম খণ্ডন করে, সেই অখিল বিধাতার মঙ্গল

বিধান-সকল অতিক্রম করিয়া অহিতাচারে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বজ্র নিক্ষেপ করিয়া তাহারদিগকে ধরাশায়ী করেন। তাঁহার সেই ন্যায়-বিহিত প্রচণ্ড শাস্তি আমারদের ঔষধ। তিনি যখন দণ্ড বিধান করেন, তখন এই প্রকাশ পায় যে ঘোর পাপীকেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। অন্যায় দেখিলে যদি তিনি আমারদিগকে শাস্তি না দিবেন, তবে তিনি আমারদের কেমন পিতা। যখন তিনি বজ্র দ্বারা পাপীর হৃদয়কে বিদীর্ণ করেন, তখনও তাঁহার স্নেহ। যখন পুণ্যাত্মার বিমল হৃদয়ে বিশদ আত্ম-প্রসাদ প্রেরণ করেন এবং স্বীয় নির্ম্মলতর মুখ-জ্যোতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন, তখনও তাঁহার স্নেহ। পাপী পুণ্যাত্মা সেই একই পিতার রাজ্যে বাস করিতেছে। তাঁহার করুণাতে সমান-রূপে পরিপালিত হইতেছে। যখন বিকৃত হই, তখন আমারদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য; যখন নিস্তেজ হই, তখন সতেজ করিবার জন্য; যখন অপবিত্র হই, তখন পবিত্র করিবার জন্য তিনি কত যত্নই না করেন। পাপেতে মলিন হইয়া যখন আমরা কাতর হই, যখন লজ্জিত হইয়া তাঁহার পবিত্র মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না পারি, সেই ব্যাকুলতার সময়ে যদিও নিতান্ত অবসন্ন হই; কিন্তু যখন বিষাদাশ্রুতে সিক্ত হইয়া আমারদের কঠিন হৃদয় আবার কোমল হয়, যখন সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে পাপ হইতে বিরত হইবার চেষ্টা করি, যখন আপনাকে নিতান্ত অসহায় জানিয়া তাঁর চরণে শরণাপন্ন হই; তখন আবার আত্মপ্রসাদ অবতীর্ণ হয়, তখন দ্বিগুণরূপে ঈশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ করি। তখন

জানি যেমন সম্পত্তি কালেও তাঁর করুণা, তেমনি বিপত্তি কালেও তাঁহার করুণা। যে জন্য তাঁহার পুরস্কার, সেই জন্যই তাঁহার দণ্ড। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, দণ্ড-ভোগে বা পুরস্কার-লাভে, সকল সময়েই তাঁহার করুণার পরিচয় পাই। যাহাতে আমরা তাঁর পুণ্য-পদবীতে আ-রোহণ করিতে পারি, তিনি আমারদিগকে সেই প্রকারে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার সমুদায় কৌশলের প্রণালীই এই। তিনি সম্পদে আমারদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, বিপদের দ্বারা আমারদিগকে বলিষ্ঠ করিতেছেন, পাপ-তাপেও আমারদিগকে পরিশোধিত করিতেছেন। সকল কালেই তিনি আমারদের হৃদয়ে জাগ্রৎ রহিয়াছেন। যদি এই পৃথিবীতেই আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই, তবে এখানেই পাপতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। পাপে পড়ি-য়াছি, যেমন বুঝিতে পারি ; পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি, এও তদ্রূপ বুঝিতে পারি। রোগে পড়িয়াও যদি সে সুস্থতার আনন্দ ভোগ করে, পাপে পড়িয়াও যদি সে প্র-সন্ন থাকিতে পারে, তবে তাহা রোগও নয়, পাপও নয়। পাপে মলিন হইয়া কে না আপনার মলিন অবস্থা বুঝিতে পারে? তখন কে না দেখে যে আমি রাহু-গ্রস্ত হইয়াছি? তখন বৃথা কার্য্যে মনকে কতক্ষণ ভুলাইয়া রাখা যায়? যদিও সে লোক-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে চাহে, যদিও তীব্র মাদক দ্রব্য সেবন ক-রিয়া মনকে প্রমত্ত রাখিতে চাহে, তথাপি পাপের তাড়না— নরক যন্ত্রণা—তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না। যত দিন তাহার ধর্ম্মের প্রাণ কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তত

দিন তাহার হৃদয়ে যন্ত্রণা আসিবেই আসিবে। যত দিন সে যন্ত্রণা থাকে, তত দিন তাহার রক্ষা পাইবার উপায় থাকে। যখন তাহার আত্মা হইতে পাপের যন্ত্রণা এক কালে বিলুপ্ত হয়, যখন সহস্র পাপেও তাহার পাষাণ হৃদয়ে রেখা মাত্রও পরিতাপ অঙ্কিত হয় না, যখন আত্ম-গ্লানির লেশ মাত্রও উদয় হয় না; তখন তাহার কি দুরবস্থা! তখন তাহার ধর্ম্মের জীবন একে বারে বিনষ্ট হইয়াছে, বিষ-জর্জ্জরিত দেহের ন্যায় আর তাহার পাপ-জর্জ্জরিত হৃদয়ের চেতন নাই—যে কিছু ঔষধ, সকলি তাহার পক্ষে বৃথা হইল। কিন্তু এই প্রকার পাপীকেও কি ঈশ্বর পরিত্যাগ করেন? তিনি কি উপায়ে তাঁহার প্রতি সন্তা-নকে আপনার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবেন, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহা জানি যে কাহাকেও তিনি পরি-ত্যাগ করিবেন না। তিনি তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা পাপ-জর্জ্জরিত মৃত-প্রায় অসাড় আত্মাকে যে কি প্রকারে জীবিত করিতে পারেন, তাঁহার অমৃত বারির গুণে পাষাণেও যে কি প্রকারে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে, তাহা কে বলিবে? এক অবস্থায় না হয় অন্য অবস্থায়, এ লোকে না হয় পর লোকে, যত ক্ষণ না তিনি পাপীকে শোধন করিবেন, তত ক্ষণ তিনি নিরস্ত হইবেন না। আমরা চতুর্দ্দিকে পাপতাপ দেখিয়া নিরাশ হই, আমরা পাষণ-হৃদয় পাপীকে দেখিয়া নিরাশ হই; কিন্তু সেই পরম পিতাই জানেন, কি উপায়ে তিনি প্রতি আত্মাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। তাঁহার ধৈর্য্যের অবসান নাই। তাঁহার যত্নের বিরাম নাই। এ পৃথিবীতে যে তাঁহার শর-

ণাপন্ন না হইল, মৃত্যুর পরে কি তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন? না, কখনই না। মৃত্যুর পরেও তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড বিধান দ্বারা আপনার সৎপথে লইয়া আসিবেন। তাঁহার দয়ার পার নাই। তাঁহার ক্ষমার সীমা নাই। আনন্দ-পূর্ণ দেব-লোকেও তাঁহার করুণা, আনন্দ-শূন্য তমসাবৃত লোকেও তাঁহার করুণা। তাঁহার রাজ্যে কেহই নিরাশ হইও না। সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও। ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপের যন্ত্রণা আর ভোগ করিও না। আমরা আর তাবৎ দুঃখ সহ্য করিতে পারি, আর সকল বিপত্তি গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু পাপের যন্ত্রণা সহ্য হয় না। সকলে সেই পতিত-পাবনের আশ্রয় গ্রহণ কর। মনের মালিন্য ধৌত করিয়া এখান হইতেই তাঁহার সহিত মিলিত হও। ঈশ্বরের রুদ্র মুখ যেন দেখিতে না হয়, তাঁহার ভীষণ বজ্র-ধ্বনি যেন শ্রবণ না করিতে হয় মৃত্যুর সময় যেন শান্তি অনুভব করিতে পার। সেই এক সময়, যখন পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তখন যাহাতে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে না হয়। তখন যেন এমন মনে না হয় আমার গতি কি হইবে? সমুদায় জীবনের ক্লেশ ও যন্ত্রণার পর পর লোকে যেন আরো ভয়ানক ক্লেশ যন্ত্রণা উপস্থিত না হয়। যাহাতে মৃত্যু-শয্যায় দেবলোকে যাইবার জন্য উৎসাহ ও আনন্দ হয়—যাহাতে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া বলিতে পারি, মৃত্যু তোমাকে ভয় কি? যাহাতে দেবতাদের সঙ্গে সমস্বরে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার উপযুক্ত হই, আমরা যেন এই প্রকারে জীবন যাপন করি। প্রতি দিন যেন আত্মাকে উন্নত করি। প্রতি দিন সেই

শুদ্ধ বুদ্ধের নিকটবর্ত্তী হই। প্রতি দিন যেমন মুখ প্রক্ষালন করি, সেই রূপ পাপ-মলাও যাহাতে অন্তরে স্থান না পায়, তাহার জন্য একান্ত যত্নবান্ হই। সাধু-চেষ্টা দ্বারা, ঈশ্বরের গুণ গান দ্বারা, আত্মার আনন্দ ক্রমিকই বর্দ্ধন করি। আমরা কেন না ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইব? পাপকে সর্পের ন্যায় হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়া কেন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইব? আমরা হৃদয়-দ্বার সম্পূর্ণ-রূপে খুলিয়া দিয়া কেন না হৃদয়েশ্বরকে আহ্বান করিব? কেন আমরা বিষয়-গরল পানেই মত্ত থাকিব, ঈশ্বরের সহবাস-আনন্দ হইতে একেবারে বিচ্যুত হইব? আমরা কি এতই হীন-মতি হীন-বল—আমাদের কি এক টুকুও চেতন নাই? যেমন বিষয় আসিবে, যেমন প্রবৃত্তি উঠিবে, আমরা শুষ্ক তৃণের ন্যায় কি সেই দিকেই ধাবিত হইব? আমরা জানিয়া শুনিয়া কি কণ্টক-পথে পদার্পণ করিব? আমারদের আত্ম-সম্বরণের কি এক টুকুও বল নাই? ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া কিছুই গৌরব নাই? ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্য পাইব, ইহা জানিয়াও কি আমারদের প্রার্থনা নাই? হা! আর কত দিন এই প্রকার অচেতন থাকিবে? কত দিন আর ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে? সত্যই কি মনে কর যে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কল্যাণ হইবে? পাপ-লালসাতে অশান্ত হইলে শান্তি হইবে? আর মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিও না। এখনি তাঁহার শরণাপন্ন হও। আমরা সকলেই সেই ঈশ্বরের জীব—তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে ভক্তি ও পূজা কর। আমরা সকলেই তাঁহার আশ্রিত, সকলেই তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপের উপর একান্ত নির্ভর কর।

আমরা সকলেই পাপে কলঙ্কিত, সেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হও। আমরা সকলেই মুমুক্ষু, হৃদয়ের দৃঢ়-বদ্ধ কুটিল গ্রন্থি খুলিবার নিমিত্তে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর। সেই সকলের স্রষ্টা পাতা, সেই পাপের পরিত্রাতা ও অক্ষয়-মুক্তি-দাতাকে আশ্রয় করিয়া নির্ভয় হও।

হে পরমাত্মন্! তুমি তোমার অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া অভয় দান কর। "তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থ ব্যাখ্যান।

৩ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক।

"ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি।"

এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমরা আমারদের আত্মার অন্তরাত্মাকে দর্শন করিবার অভ্যাস করিয়াছি। বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-সকলকে নিবৃত্ত করিয়া এখানে আমরা বারংবার সেই অন্তরতম প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি; আন্তরিক প্রীতি দিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছি। আমারদের নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে আমারদের প্রিয়তমের পূজার সঙ্গে বাহ্য আড়ম্বরের কোন যোগ নাই। আমরা অন্তরেই সেই অন্তরতর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। যখন অদ্য এখান হইতে তোমার-

দিগকে পুনর্ব্বার বলি যে শান্ত দান্ত উপরত সমাহিত হইয়া প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অন্তরে দেখ, তখন তাহা আর তোমারদের তত কষ্ট-সাধ্য বোধ হয় না। "নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজে চলিতেছে, ঈশ্বরও সেই প্রকার আমারদের অন্তরে আসিয়া মুহুর্মুহুঃ সাক্ষাৎ দিতেছেন, আবার সেখান হইতে তাঁহার শুভ্র জ্যোতি পৃথিবীতে বিকীর্ণ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। এক বার নিমীলিত নয়নে আত্মার নিভৃত নিলয়ে, সুরম্য নিকেতনে, প্রিয়তমের দর্শন পাইতেছি—আবার পর ক্ষণে নেত্র উন্মীলন করিয়া এই জগতীতলে তাঁহার মঙ্গল কিরণ বিকীর্ণ দেখিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম—আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ পূজা আমরা শিক্ষা করিয়াছি। যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি; সেই রূপ অন্তরে পরমেশ্বরকে দেখিয়া আবার জগৎ সংসারে তাঁহার প্রভা বিকীর্ণ দেখিয়া, আত্মার জীবন পরিপালন করিতেছি। যখন এই ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র বেদীতে আসীন হইয়া সদ্ভাবে সাধু-ভাবে ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মদিগকে বলি যে হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখ, তখন তাহা সহজ কথার ন্যায় বোধ হয়। এই ক্ষণে শরীর-পিঞ্জরে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তোমাদের আত্মাকে দেখ। শরীরের যে উত্তাপ ও সেই উত্তাপের সাধন যে অনল, জল, বায়ু, তাহার সঙ্গে আত্মার অতি অস্থায়ী পার্থিব সম্বন্ধ। আকাশ—যাহা শরীরের অবলম্বন, যাহা সমুদায় জগতের অবলম্বন, তার সঙ্গে আত্মার তো কিছুই যোগ নাই। আত্মার যোগ পরমাত্মারই সঙ্গে; আত্মার পরমাকাশ

সেই পরমেশ্বর। তিনিই তাহার আশ্রয় ভূমি। তিনিই তাহার নির্ভরের স্থান। আত্মাকে দেখ—সেই আশ্রিত পরিমিত ক্ষুদ্র আত্মা,যাকে আমি বলিয়া জানিতেছ—যাহা চক্ষু নয়, কর্ণ নয়, জিহ্বা নয় কিন্তু চক্ষু কর্ণ জিহ্বাদি সকল অঙ্গের যে নিয়ন্তা—সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ কর। এই শরীর তাহার গৃহের ন্যায়, এই সকল ইন্দ্রিয় দাসের ন্যায় তাহার পরিচারণায় নিযুক্ত আছে। জড় জগতের অতীত যে সেই স্বাধীন—স্বাধীন অথচ পরিমিত আত্মা, তাহার আশ্রয় ভূমি কোথায়? আত্মার আশ্রয় সেই পরমাত্মা। ফল যেমন বৃক্ষের বৃন্তকে অবলম্বন করিয়া আছে—জড় যেমন আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে, আত্মা সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আলম্বিত রহিয়াছে। এই শরীর ধারণ করিয়া আমরা পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সমান হইয়াছি; কিন্তু স্বাধীন আত্মার সেই অনন্তের সঙ্গে, অমৃতের সঙ্গে, যোগ রহিয়াছে। যেমন বাস-বৃক্ষে পক্ষী-সকল বাস করে, জীবাত্মা সেইরূপ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। শরীর আমারদের কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে। শরীর পড়িয়া থাকিবে, আত্মা আপন আলয়ে গমন করিবে। ধূলিময় নশ্বর শরীর—তাহার সঙ্গে অবিনশ্বর আত্মার যোগ। শরীর যে ধূলি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ধূলির সহিত পুনর্ব্বার মিশ্রিত হইবে; আত্মা সেই পরম স্থান পরমেশ্বরেতেই থাকিবে। 'যথা অহিনির্লয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতে এবং ইদং শরীরং শেতে।' বল্মীকের উপরে যেমন সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, এই মর্ত্ত্য পৃথিবীতে সেই রূপ মৃত শরীর পড়িয়া

থাকিবে, আত্মা নব জীবন পাইয়া অন্য আকাশে উদয় হইবে। ঈশ্বরই তাহার পরম গতি, পরম কারণ। সেই করুণাময় পিতা, করুণাময় পাতা, এই পৃথিবীতে শরীরের মধ্যে আত্মাকে পোষণ করিতেছেন। যেমন এখানে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে শিশুকে তিনি গর্ভ-কোষের মধ্যে রাখিয়া পোষণ করেন, স্বর্গস্থ হইবার পূর্ব্বে সেই রূপ তিনি আত্মাকে এই পৃথিবীতে পালন করিতেছেন। এখানে যাহাতে আত্মাকে বলিষ্ঠ করিয়া, ধর্ম্ম-জীবিকার পথে বিচরণ করিয়া, পবিত্র হই—ধর্ম্মের দ্বারা হৃদয়কে মধুময় করি—অমৃতময়ের সঙ্গে থাকিয়া অমৃতময় হই; এই উদ্দেশে পৃথিবীতে আমারদিগকে স্থাপন করিলেন। তিনি সংসারকে সুখদুঃখের আলয় করিলেন, ধর্ম্মকে সহায় করিয়া দিলেন, স্বয়ং আমারদের নেতা হইলেন, যে আমরা সমুদায় সংসারকে জয় করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিব, তিনি আলিঙ্গন দিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করিবেন। তিনি আত্মাকে যে অবস্থায় আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও উন্নত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিতে হইবে। পক্ষি-শাবকদিগের যখন পক্ষ হয় নাই, তখন মাতা তাহারদিগকে কি রূপ যত্নে লালন পালন করে। আত্মা এখন তাহার নীড়ে রহিয়াছে, সেই জগন্মাতার ক্রোড়-নীড়ে বাস করিতেছে—তাঁহার পক্ষের ছায়াতে থাকিয়া পরিপালিত হইতেছে, এখনো তার তেমন মুক্ত ভাব হয় নাই—তাঁর যত্নে রক্ষিত পালিত পোষিত হইয়া যখনি সঞ্চরণ করিতে শিখিবে, তখনি মুক্ত হইয়া তাঁরই আনন্দ-আকাশে বিচরণ করিবে—উচ্চ হইতে উচ্চ-

তর দেশে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে, আরোহণ করিয়া সেই দীপ্যমান সূর্য্যের সূর্য্য মহান্ অজ আত্মার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। দেখ, ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি আমারদিগকে ধূলি হইতে উৎপন্ন করিয়া, ধূলির সঙ্গে একত্র রাখিয়া, অনন্ত জীবনের অনন্ত উন্নতি প্রদান করিলেন। হা! আমরা কি প্রকারে কৃতজ্ঞ হইব। আমরা ধূলিময় পিঞ্জর-নিবাসী ক্ষুদ্র জীব হইয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছি। আর আর সকলে আপন আপন কৃত্য সমাপন করিয়া চলিয়া যায়। যে সুরম্য শতদল পদ্ম স্বীয় সৌরভ ও লাবণ্য বিস্তার করিয়া জলেতে জ্যোৎস্না-রূপে পূর্ণ যৌবনে বিরাজ করিতেছিল, হা! পর ক্ষণে তাহা জলবিম্বের ন্যায় জলসাৎ হইয়া গেল, কুত্রাপি তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না! শরীরও এই প্রকার ধূলিসাৎ হইবে— জল জলেতে, বায়ু বায়ুতে, মৃত্তিকা মৃত্তিকাতে মিশাইয়া যাইবে। অবিনশ্বর আত্মা নব জীবন পাইয়া নব লোকে গিয়া উদয় হইবে।

যে আত্মা ব্রত-পরায়ণ হইয়া, পুণ্যেতে পবিত্র হইয়া, সেই পরম স্থান অন্বেষণ করে, যেখানে মোহ শোক, পাপ তাপ, জর্জ্জরিত হয়; সে আত্মার যত্ন কখন বিফল হয় না। কেন না ঈশ্বরেরও এই অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি জীবন-সহায়কে আপন ইচ্ছাতে জীবন সমর্পণ করিতে চাহে, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না তো আর কাহার হইবে? তাহার যাহা ইচ্ছা, প্রিয়তম ঈশ্বরেরও তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমরা পবিত্র হইয়া তাঁহার নিকটে যাই। আমরা যদি আপনারাই তাঁর নিকটে যাইতে চাহি,

তবে তো তিনি আনন্দে আমারদিগকে আলিঙ্গন করিবেনই। আমরা তাঁর শুভাভিপ্রায়ে যোগ দিয়া চলিলে শত সহস্র বিপত্তি কি আমারদিগকে বাধা দিতে পারে? বরং সমুদ্র উচ্ছসিত হইলে তাহাকে বাধা দিয়া নিবারণ করা যায়, আমরা তাঁহার পথে দাঁড়াইলে কেহই আমারদিগকে বাধা দিতে পারে না। যখন আমরা মনে কুটিল কামনাকে স্থান দিই, যখন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে যাই, তখনই বিঘ্ন আইসে, ব্যাঘাত আইসে—তখন বিষাদ-জরায় জীর্ণ হই; শরীর তখন রোগগ্রস্ত হয়, মন পাপগ্রস্ত হয়, আত্মার স্ফূর্ত্তি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যখন সত্যকে সহায় করিয়া, ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া দণ্ডায়মান হই; তখন শরীর হৃষ্ট হয়, চক্ষু প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয়, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে—দেব-ভাব-সকল প্রফুল্লিত হয়—তাহার সুগন্ধ-সমীরণে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতে থাকে; দেবতারাও তাহা গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। আমরা যেমন সাধু লোককে দেখিলে আনন্দিত হই, ঈশ্বর আমারদের সাধু ভাব দেখিলে সেই রূপ প্রীত হন। আমরা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়া, প্রীতিতে পবিত্র হইয়া, হৃদয়-থাল-ভার ভক্তি-পুষ্প-হার হস্তে লইয়া, কখন্ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই, কখন্ তিনি আমারদিগকে আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করেন; তাহার জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। আত্মার প্রাণ সেই জীবন-দাতার হস্তে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে। মাতৃ ক্রোড়ে দুর্ব্বল শিশুরা যেমন পরি-পালিত হয়, আমরা তেমনি সেই মাতার ক্রোড়ে পরিপালিত হইতেছি; আমরা

তাঁরই পক্ষের ছায়াতে বাস করিতেছি, তাঁর আনন্দ-সমীরণে সঞ্চরণ করিতেছি। আমরা চির কালই তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিব। সেই অমৃতের সঙ্গে অমৃত-ভোজী হইয়া চির দিন তাঁহার আনন্দ-নেত্রের সম্মুখে থাকিব। আমাদের আশার অন্ত নাই, আমারদের মৃত্যুতে ভয় নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা আমারদের মঙ্গলেরই জন্য এবং পরে যাহা করিবেন, তাহা গ্রহণ করিতে আমরা এখনি প্রস্তুত। আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, আমরা তাঁহারই থাকিব। আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের নিকটে এই উন্নত আশা ধারণ করিতেছেন, এই আশাতে সকলে বলীয়ান্ হও। অমৃত-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যু-ভয় হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হও। শ্রবণ কর—ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—“এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোকএষোস্য পরমআনন্দঃ।” হে পরমাত্মন্! তুমিই আমাদের গতি, তুমিই পরম সম্পদ্, তুমিই পরম লোক, তুমিই পরম আনন্দ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চম ব্যাখ্যান।

১০ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

হে দিব্যধাম-বসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। আমারদের সেই পরমেশ্বর, তিনি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষ। আমরা তাঁর শরণাপন্ন হইয়া তাঁরই কৃপাতে তাঁহাকে জানিয়াছি—জানিয়া দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকলকে আহ্বান করিতেছি। যখন তাঁর শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন আর আমাদের মৃত্যু-ভয় নাই—সংশয় অন্ধকার আমাদের চিত্তকে আর কলুষিত করিতে পারে না। আমাদের নিকটে সকলই আলোক, সকলই পরিষ্কার। আমরা সেই অমৃত-স্বরূপ প্রাণ-স্বরূপকে পাইয়া অমৃত লাভ করিয়াছি—আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। হে দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমাদের সহিত সহৃদয় হইয়া, একাত্মা হইয়া, তোমারদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য পৃথিবীতে আমাদের বাস; কিন্তু তোমারদের ন্যায় আমরা জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিয়াছি, মৃত্যু ভয়কে আমরা অতিক্রম করিয়াছি। এ আনন্দ কার নিকটে ব্যক্ত করিব? এ আনন্দ হৃদয়ে ধারণ হয় না, এ আনন্দ এই ক্ষুদ্র শরীরে ধারণ হয় না, মনুষ্যের নিকটে বলিয়াও ইহার কিছুই বলা হয় না।

যাঁহারা দিব্য-ধাম-বাসী, যাঁহারা জ্ঞানেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া দিবা নিশি ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন; তাঁহারদের সঙ্গে একত্র হইয়া সেই মহেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে মন উৎসুক হইতেছে। ধন্য! ধন্য! ধন্য! জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! দেবতারা তোমার মহিমা গান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, আমরাও এই মর্ত্ত্য লোক হইতে তাঁহাদের সহিত সমস্বরে তোমার স্তুতি-বাদ করিতেছি। আমারদের আত্মা এই ক্ষুদ্র শরীর অতিক্রম করিয়া—সমুদয় পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতম দেব-লোকে ব্যাপ্ত হইতেছে—সেই দিব্য-ধাম-বাসীদের সহিত মিলিত হইতেছে। এই শরীরে যদিও এ আত্মার অবস্থান, তথাপি ইহার জন্ম-স্থান কোথায়—আত্মার আকর ভূমি সেই, যেখানে দেবতাদের জন্ম ভূমি। আত্মা এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিতে চাহে না—এই সঙ্কীর্ণ স্থানে থাকিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহার জ্ঞান প্রীতি অনন্তের দিকে—তাহার আশা ভরশা অনন্তের দিকে। এই পুষ্পকে দেখ—কল্য ইহা আর থাকিবে না। আজ ইহার যত দূর উন্নতি হইবার হইয়া গিয়াছে; ইহার সৌন্দর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আত্মার উন্নতির শেষ নাই, সেই অনন্ত অমৃতের সঙ্গে ইহার প্রীতি। দেবতাদিগের আকর-ভূমি যেখানে, ইহারও আকর-ভূমি সেই খানে। দেব মনুষ্য আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। দেবতারা আমারদিগের ভ্রাতা। আমাদের উৎপত্তি স্থান, আমাদের গম্য স্থান সেই এক স্থানেই। দেব-লোকে আসীন হইয়া দেবতারা যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন, আমরা এই পৃথিবী-

লোককে অতিক্রম করিয়া দেব-লোকে গিয়া তাঁহারদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া দেব-দেবের উপাসনা করিতেছি। ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রীতিই এক মাত্র বন্ধন? প্রীতি, পর্ব্বত সাগর ব্যবহিত দেশকে একত্র করে। প্রীতি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যবহিত কালকে একত্র করে। প্রীতিই দেব-লোক ও মর্ত্ত্য-লোককে এক করে। দেবতাদিগের হৃদয়ে আমাদের হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়া দেখ এক তেজো-ময় জ্বলন্ত প্রেমানল সেই মহান্ অনন্ত অবিনাশী পরমে-শ্বরের চরণে ঊর্দ্ধ মুখে উত্থিত হইতেছে। সমুদয় মনুষ্য, সমুদয় দেব-লোক, একত্র হইয়া একতানে সেই মহেশের মহৎ যশ ঘোষণা করিতেছে। আমাদের যোগ কেবল পৃথিবীর লোকদিগের সঙ্গে নয়—আমরা উন্নত বেশ ধারণ করিয়া, আমারদের অধিকারকে প্রশস্ত করিয়া, দেবতাদের নিকটে আনন্দ-হৃদয়ে বলি " শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

আমরা আপনারা যে আনন্দ ভোগ করি, তাহা নির্জ্জনে উপভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ হয় না। আমাদের সম্মুখে জীর্ণদেহ শুষ্ক-কণ্ঠ ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন না দিয়া অন্নের কোন স্বাদ পাই না। কোন উদ্ধৃত পবিত্র সত্য দিবালোকের ন্যায় ভ্রাতাদিগের সম্মুখে না ধরিলে সে সত্য তেমন মিষ্ট লাগে না। ঈশ্বরের আনন্দও আমরা একাকী ভোগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। সেই বিমলানন্দ-পূর্ণ হৃদয় অন্য হৃদয়ের সহিত আপনা হইতেই মিলিত হইতে চাহে। আমরা নির্জ্জনে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছি—

আবার এঁই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে তাঁর উপাসনা করিতেছি। এমন স্থানে, যেখানে আর কাহারো চক্ষু নাই, কেবল ঈ-শ্বর আর আমি এক চক্ষে মিলিত হইয়াছি, এমন নির্জ্জন স্থানে প্রিয়তমের দর্শন পাইয়াছি—আবার এখানে এই ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে সেই মহেশ্বরকে পূজা করিতেছি। আমারদের আত্মা কৃতার্থ হইয়াছে এবং পরিতৃপ্ত ও উন্নত হইয়া দেবতাদের সঙ্গে একাসনে ঈশ্বরের আরাধনার নি-মিত্তে ব্যগ্র হইতেছে। হা! পৃথিবীতেই কি আত্মার এমন প্রশস্ত ও উন্নত ভাবের শেষ হইবে? মৃত্যুর পরে সেই প্রথম দিনের প্রাতঃকাল যখন উদয় হইবে, যখন এই সংসারের রজনীর অবসান হইবে—আমরা জ্ঞানেতে, ধ-র্ম্মেতে, প্রীতিতে উন্নত হইয়া পরম দেবকে যখন সম্মুখে দেখিব, দেব-মণ্ডলীর মধ্যে সমাসীন হইয়া আনন্দের সহিত তাঁর চরণ পূজা করিব; তখন আমারদের কি সৌভাগ্য উদয় হইবে! অদ্যই যদি এই পৃথিবীর নিশা অবসান হয়—অদ্যকার নিশা যদি আমার এখানকার শেষ নিশা হয়—যদি আর এক উন্নত লোকে গিয়া প্রাতঃ কালের সূর্য্যোদয় অবলোকন করি; তবে আমার আত্মা কি আনন্দের সহিত তাহার এই শরীর-পিঞ্জর পরিত্যাগ করে! এ নিশা কি আনন্দ নিশা হয়! বিদেশ হইতে স্বদেশে গিয়া উন্নত দেবতাদিগের সঙ্গে মিলিয়া যদি ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে পাই—পরম পিতার শুভ অভিপ্রায় যদি সাধন করিতে পাই; তবে আমারদের প্রার্থনার বিষয় আর কি থাকে। সংসারে এই আশা-তেই আমরা জীবিত রহিয়াছি! নাবিক যেমন সুদুর

সমুদ্র মধ্যে স্থিতি করিয়া, আপনার স্বদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সমুদয় ঝঞ্ঝা তরঙ্গ অতিক্রম করে; আমরা আমাদের জীবন-সহায়কে লক্ষ্য রাখিয়া সেই রূপ সংসারের সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতেছি। আমাদের সমুদায় লক্ষ্য এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিলে জীবন কি অন্ধকার হইত! আশা কি ম্লান ভাব ধারণ করিত! আমরা কঠোর ধর্ম্ম পালন করিতাম, কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতাম; কিন্তু এক টুকুও আশা-রশ্মি আমারদের হৃদয়কে উৎফুল্ল করিতে পারিত না! কিন্তু এখন আমরা কেমন সাহসী হইয়াছি। আমরা নিঃসংশয় জানিয়াছি যে আমাদের কোন ভয় নাই। যদি বিশ্বস্ত চিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই—যদি জ্ঞান ধর্ম্মে আত্মাকে উন্নত করি—যদি পর কালের সম্বল প্রচুর-রূপে এখানে উপার্জ্জন করি; তবে আমাদের ক্রমিকই উন্নতি, ক্রমিকই উন্নতি। সে নিশা কি আনন্দের নিশা, যে নিশা প্রভাত হইলে আমরা নূতন প্রাতঃকাল দেখিতে পাইব। এখানে যত দূর দেখিবার, তাহা দেখিয়াছি—ঈশ্বরকে যত দূর প্রীতি করিবার, তাহা করিয়াছি; তাঁহার মহিমা যত দূর ঘোষণা করিবার, তাহা করিয়াছি; এখন যদি এখান হইতে অবসর পাই, তবে আমরা তাঁরই নূতন রাজ্যে গমন করিব—উন্নত দেবতাদিগের সঙ্গে সমাবিষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করিব—নব নব ভাব-সকল দেখিয়া নয়নকে তৃপ্ত করিব, অমৃতময় মধুময় পুরুষের সঙ্গে বাস করিয়া হৃদয়কে মধুময় করিব—তাঁহার মহিমা দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত রূপে অনুভব করিব। দেখ দেখি আমারদের এ আশা কি মহৎ আশা! ইহা ভবিষ্যতের শোভা কি উজ্জ্বল রূপে প্র-

কাশ করিতেছে। এ আশা কি কেবল আশা মাত্র থাকিবে! এমত কখনই হইতে পারে না। এ আশা, সেই সকল সত্যের আকর পরম সত্য হইতে আসিতেছে। তিনিই আমারদিগকে অভয় দান করিতেছেন। পাপী পুণ্যাত্মা, সকলকেই তিনি আপন স্থানে আহ্বান করিতেছেন। যে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে তিনি আলিঙ্গন দিতেছেন— যে পশ্চাতে পড়িতেছে, তাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করিতেছেন না। তাঁহার অপার উদার ক্রোড় সকলেরই জন্য রহিয়াছে। সেই গভীর মাতৃস্নেহ সকলকেই ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নিকটে গেলে কেহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে না; কিন্তু অতি ম্লান হৃদয়ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। হা! আমরা সকলে গিয়া কি সেই পিতার চরণে মিলিত হইব না? দেখ, তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমারদিগকে তাঁহার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইবেন; সেখানে কেবলই আনন্দ, কেবলই আনন্দ। "পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া। কেবা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ ব্যাখ্যান।

২৪ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক।

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।"

যুবকালেই ধর্ম্মশীল হইবে—জীবনের কোন স্থিরতা নাই। যৌবন কালেই ধর্ম্ম হৃদয়ে প্রবেশ করে। যৌবন কালেই জ্ঞান উজ্জ্বল হয়, ঈশ্বরে অনুরাগ যায়—যৌবন কালেই হৃদয় প্রফুল্ল হয়—যৌবন কালে ইচ্ছা ধর্ম্ম-বলে বলবতী হইয়া সংসারের সহস্র বিঘ্নের প্রতিকূলে দণ্ডায়-মান হয়। উষা কালের সূর্য্যের শোভার ন্যায়, যৌবন কালের প্রভায় আমারদের সমুদয় প্রকৃতি উজ্জ্বল হয়। তখন শরীরের সৌন্দর্য্য দীপ্তি পায়—তখন ধর্ম্মের ভাব বিকশিত হয়। যেমন প্রাতঃ কালে লতিকাতে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সেই রূপ যৌবন কালে মঙ্গল ভাব হৃদয়ে রাজত্ব করে—তাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয়। জ্ঞান প্রফুল্লিত হয়—তখন বোধ হয়, যেন কোন অন্ধকার প্রদেশ হইতে উজ্জ্বল দেশে আসিতেছি। যে সকল মঙ্গল-ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রদীপ্ত হয়। শরীরের বল, জ্ঞানের বল, কল্প-নার বল, ধর্ম্মের বল, সকলই প্রকাশ পায়। সমুদয় প্রকৃ-তিই তখন তেজস্বিনী হয়। শরীর নূতন বল ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া নূতন নূতন সত্য ধারণ করে। কল্পনা-শক্তি প্রবলা হইয়া সকল স্থানকে কবিত্ব-রসে রসান্বিত করে। ধর্ম্মের ভাবেও আত্মা তখন অলঙ্কৃত হয়। শরীরের ব্যায়াম দ্বারা তখন যদি শরীরকে সবল না

করা যায়, বিদ্যাভ্যাস দ্বারা যদি মনের উন্নতি না করা যায়—তবে না সে শরীরের পুষ্টি হয়, না সে মন আর উন্নতি লাভ করিতে পারে। সেই রূপ তখন যদি মঙ্গল-ভাবকে, ধর্ম্ম-ভাবকে, হৃদয়ে পোষণ না কর—যদি ইচ্ছাকে স্বাধীন না রাখিয়া বিষয়-স্রোতেতেই ভাসিতে দেও—তবে সমুদয় প্রবৃত্তি ক্রমে নিস্তেজ ও হীন-বল হইয়া পড়ে। দেখ, সেই প্রথম বয়সে সাধুতা কেমন সহজে আমারদিগকে অধিকার করে। তখন লোকের দুঃখে কেমন আমরা দুঃখী হই—দেশের উপকারের জন্য কত ত্যাগ করিতে পারি—সকল প্রকার কুরীতি ও কুসংস্কারের প্রতি কেমন আন্তরিক বিদ্বেষ হয়—ধর্ম্মের জন্য প্রাণকে কেমন লঘু বলিয়া বোধ হয়। যে ব্যক্তি যৌবন কাল অনর্থক ব্যয় করিল—তখন যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত না হইল—সে কি অমূল্য সময় বৃথা ক্ষেপণ করিল। যৌবন যদি ধর্ম্মের উৎসাহ অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত না হইল, তবে যখন তাহার উপরে সংসারের শীতল বারি পতিত হইবে, তখন কি সে আর উঠিতে পারিবে? তখন কি সে আর বিষয়-বুদ্ধির প্ররোচনা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে? কে না অবগত আছেন, যে যে সময় বিদ্যাভ্যাসের সময়, তখন অমনোযোগী হইয়া যদি সে সময়কে নষ্ট করা যায়; তবে দশ বৎসরে যে জ্ঞান উপার্জন হইত, তাহা অশীতি বৎসরেও উপার্জ্জন করা যায় না। জ্ঞানের বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম-ভাবেও সেই প্রকার। সেই উদ্যম ও স্ফূর্ত্তির কালে যদি ব্রত-পরায়ণ না হইলে—যদি অল্প

লোভে, অল্প ভয়েতেই, ব্রত ভঙ্গ করিলে—যদি ধর্ম্ম-বলে, ধর্ম্ম-সাহসে, আত্মাকে বলীয়ান্ না করিলে; তবে আপনার মহান্ অনিষ্ট সাধন করিলে। এ ক্ষণে দেখ, যুবারাই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার ব্রত-পালনে প্রাণ মন সমর্পণ করিতেছেন। এখন পুরাতন পত্র পড়িয়া যাইতেছে, নবীন পত্রে বৃক্ষের শোভা হইতেছে। যুবকেরা শত সহস্র প্রতিকূলতার বিপক্ষেও প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, 'সর্ব্ব-স্রষ্টা পরব্রহ্ম-রূপে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না' এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য গুরু বিপত্তি-সকলও স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারদিগের কি কোন উৎসাহদাতা নাই?—অভয়-স্বরূপ ঈশ্বরই তাঁহারদের উৎসাহ-দাতা। যৌবন কালেই ধর্ম্মের বল প্রকাশ কর; সে বল কোন বিঘ্ন মানে না, কোন বাধা মানে না, ভীষণ মৃত্যু-ভয়কেও সে বল অতিক্রম করে।

আমাদের প্রকৃতি দুই প্রকার—এক উচ্চ প্রকৃতি, এক নীচ প্রকৃতি। আমাদের আত্মাও আছে, শরীরও আছে। আমরা পৃথিবীর জন্য এবং অমৃত নিকেতনেরও জন্য। দেখ, বৃক্ষের মূল মৃত্তিকার মধ্যেই নিহিত থাকে, কিন্তু তাহার শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হইয়া সূর্য্য-কিরণে প্রফুল্লিত হইতে থাকে। আমরাও দুই দিকে আছি, পৃথিবীর ভিত্তি-ভূমিতে আমাদের শরীর আবদ্ধ রহিয়াছে—পরমাত্ম-রূপ সূর্য্যের দিকে আমাদের আত্মা প্রসারিত আছে। যুবকালে যেমন আমরা পৃথিবীর যোগ্য হই—যেমন প্রফুল্লিত পুষ্প-লতার সঙ্গে আমাদের শরীর মন প্রফুল্লিত হয়; সেই রূপ আত্মাও ঈশ্বরের ভাবে

উজ্জ্বল হইয়া নূতন শোভা প্রকাশ করিতে থাকে। এ দিকে সংসার, ও দিকে ঈশ্বর; ধর্ম্ম সন্ধি-স্থলে। ধর্ম্ম পৃথিবীর বন্ধু, ধর্ম্ম মৃত্যুর পরে পর কালের নেতা। ধর্ম্ম ইহ কালে রক্ষা করেন—ধর্ম্ম ধাত্রীর ন্যায় হস্ত ধারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। সেই ধর্ম্মকে রক্ষা কর। "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।" আমরা কেবল বৃক্ষ লতার ন্যায় নয়, যে শরীরই আমারদের সর্ব্বস্ব। আমরা স্বাধীন পুরুষ। আমরা বিজ্ঞানাত্মা। আমরা সেই মহান্ জন্মবিহীন অমৃত আত্মার পুত্র। আমারদের আকর ভূমি সেই পরমাত্মা। শরীর যদিও বৃক্ষের ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে—শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার অনন্ত যোগ। যৌবন কালের যে সকল বিষয়-লালসা, যে সকল ভোগাভিলাষ, তাহা এক সময় থাকিবে না—যে সকল সুখ-প্রবৃত্তি, তাহার খর্ব্ব হইবে—ধন বিষয় লইয়া যে স্ফীত ভাব, তাহা অবসন্ন হইবে—শরীর জীর্ণ হইবে—আস্বাদ রসে রসনা সে প্রকার তৃপ্ত হইবে না—বিষয়-সুখে সে প্রকার সুখ বোধ হইবে না, রিপু-সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এ সকলই ঘটিবে কিন্তু সে সময় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব অধিক হইবে, ধর্ম্ম কাষ্ঠা-ভাব ধারণ করিবে—আত্মা শরীর-পিঞ্জর অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে গমন করিবে। সুস্থ-শরীর জীব-সকল যেমন বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর জরা সহজেই প্রাপ্ত হয়; জরার পর ধর্ম্মাত্মা সেই রূপ সহজেই মৃত্যুর পর পারে উত্তীর্ণ হয়েন। সেই দন্ত-হীন শুক্ল-কেশ ধর্ম্ম-পরয়ণ বৃদ্ধ বিগত-যৌবন হইয়া যৌবনের সুখাভাবে সন্তাপ করেন না; কিন্তু

আন্তরিক রিপুগণের উত্তেজনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া শান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরেতেই পরিতৃপ্ত থাকেন। ইহার বিপরীত ভাব দেখ। যে যুবা পাপের দাস হইয়া আত্মার স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে, যথেচ্ছাচারী হইয়া কেবল আহার বিহারে চির যৌবন ক্ষেপণ করে; বৃদ্ধ বয়সে যখন তাহার শরীর ক্ষীণ হয়, ও ইন্দ্রিয় জীর্ণ হয়, প্রবল বিষয়-তৃষ্ণা তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে না। তখন তাহার তৃষ্ণার আরও বৃদ্ধি হয়, পাপ-লালসা তাহার সকল শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে। তখন সেই অমিতাচারী বৃদ্ধের নরক সমান হৃদয়ে কি যন্ত্রণা। কোথায় সে উপদেষ্টা হইয়া শত শত যুবাকে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিবে—কোথায় পিতার সমান হইয়া তাহাদের যথার্থ কল্যাণ অন্বেষণ করিবে, না তাহার অসাধু দৃষ্টান্তে সাধুর মনও বিচলিত হইয়া যায়, তাহার অশ্লীল পাপময় কথাতে পবিত্র স্থানও পাপালয় হয়। মনে করিয়া দেখ তার কি নরক ভোগ। মনে কর এই প্রকার ভয়ানক অবস্থাতে তাহার মৃত্যু হইল। মনে কর তাহার ভোগ-তৃষ্ণা পাপ-লালসা তেমনি রহিয়াছে—অথচ তাহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, আর কোন ইন্দ্রিয় নাই, যে সে তাহা চরিতার্থ করিতে পারে। সে সময়ে তাহার কি যন্ত্রণা। বিষয়-লালসাতে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, অথচ তাহার একটী লালসাও চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। একি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণা! আবার মনে কর আত্ম-গ্লানি আসিয়া তাহার হৃদয়কে শত গুণ বলে আক্রমণ করিল। একে বিষয়-কামনা ভোগের উপায় নাই—তাহাতে আত্ম-গ্লানির অসহ্য যন্ত্রণা। তাহার সেই নরকা-

গ্নির জ্বালা তখন কে নিবারণ করিবে? সে তখন আর অশ্ব রথ গজ নৃত্য গীতে পরিবৃত নাই যে আপনাকে ও আত্ম-গ্লানিকে ভুলিয়া থাকিবে। তাহার হৃদয়ের নরকাগ্নি তখন কে নির্ব্বাণ করিবে?

হে পরমাত্মন্! এ প্রকার যন্ত্রণা যেন কাহারও না ভোগ করিতে হয়। আমরা যেন তোমার ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে পালন করিয়া তোমার নিকট নিরপরাধী থাকি। তোমার স্নেহ আমরা জানিয়াছি। পুণ্য স্থানেও তোমার করুণা, আনন্দ-শূন্য অন্ধকারাবৃত দেশেও তোমার করুণা। কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ হইলে যেমন তাহা ভস্ম হইয়া আপনা আপনি শীতল হইয়া যায়; পাপীর হৃদয়ও যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইয়া আবার তোমার করুণা-বারিতে তোমারই পথের ধূলি হইয়া আইসে। তোমার স্নেহ, করুণা, সকল সময়ে। আমরা জানিয়াছি যে তোমার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস থাকিলে আর আমাদের কোন ভয় নাই। তোমার শরণাপন্ন হওয়াই সকল যন্ত্রণা নিবারণের এক মাত্র ঔষধ। হে পরমাত্মন্! তুমি আমদের সহায় হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম ব্যাখ্যান।

২৭ ভাদ্র ১৭৮৩ শক।

"সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানম্।"

পরমেশ্বর আমারদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়া বিচিত্র ভাব বিচিত্র অবস্থা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রেরিত হইয়া আমরা সংসারে আগমন করিয়াছি এবং তাঁহারই প্রসাদে অনন্তজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সংসার-মহাসাগরে আমারদের এই ক্ষুদ্র দেহ-তরী—আমরা ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে কাতর। একাকী আমরা আসিয়াছি, একাকী এই শরীর প্রাণ পোষণ করিতে হইবে, পরিবার পালন করিতে হইবে—আমারদের চতুর্দ্দিকে বিঘ্ন বিপত্তি—অন্তরে বাহিরে নানা শত্রুর আক্রমণ, নানা আয়োজনের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে থাকিয়াও যখনি আত্মা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে দেখিতে পায়, তখনি তাহার সমস্ত প্রীতি তাঁহাতে সে অর্পণ করে। এই সংসার-সমুদ্রে আমরা পতিত হইয়াছি, এখানে থাকিয়াই তাঁহার নিকটে যাইবার উপযুক্ত হইতে হইবে। আমারদের এক দিকে সত্য, এক দিকে ধর্ম্ম সহায় রহিয়াছেন। সত্য পরম গুরু, ধর্ম্ম পরম নেতা; সত্য সেই সত্য-স্বরূপকে প্রদর্শন করিতেছেন, ধর্ম্ম সেই মঙ্গল-স্বরূপকে প্রকাশ করিতেছেন। "সত্য দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়; ঋষিরা এই সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত-চিত্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে লাভ

করেন। " এই পৃথিবী আমারদের প্রথম সোপান। যে পথে আমারদের বহুদূর যাইতে হইবে—অনন্ত কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে—তাহার প্রথম ভাগ এই পৃথিবী। আমারদের সম্মুখে অনন্ত কাল প্রসারিত রহিয়াছে। আমাদের জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত আরো নিকট সম্মিলনে সম্মিলিত হইবে। সত্যের সহায়ে সেই সত্য-স্বরূপকে আমরা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইব—ধর্ম্মের সহায়ে সেই পরম পবিত্র-স্বরূপে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিতে পারিব। আমরা চিরকাল সেই পরম পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব।

ঈশ্বর আমারদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি চাহেন যে আমরা উন্নত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে গমন করি। তিনি আত্মাকে যেমন অবস্থা দিয়াছেন; তাহা হইতে পবিত্র ও উন্নত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। আপনার চেষ্টা দ্বারা আমারদের সকলই করিতে হইবে। আর আর সকল বস্তু আপনারাই স্বভাবত উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়—তাহারা তাহা জানেও না। মনুষ্য আপনাকে বশীভুত ও শিক্ষিত করিয়াই আপনার মহত্ত্ব সাধন করেন। আমারদের সকলেতেই আপনার পরিশ্রম ও চেষ্টা আবশ্যক। শরীর-পোষণ, অর্থোপার্জ্জন, বিদ্যাভ্যাস, ধর্ম্ম-পালন, সকলই আমাদের যত্ন ও চেষ্টা সাপেক্ষ। সংগ্রাম করিয়া প্রতি পদ আমারদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। সকল হইতে আমারদের প্রথম কর্ত্তব্য কি? না আপনি আপনার প্রভু থাকা। তাহাতে আমাদের কত যত্ন, কত চেষ্টা চাই।

ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া, কুপ্রবৃত্তি-সকলকে অ-তিক্রম করিয়াই আমরা আপনার স্বাধীনতা শিক্ষা করি। প্রতি পদ-ক্ষেপেই বাধা তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইবার উপায় নাই, প্রতি পদে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ কি? "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহ-বান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।" "বিজ্ঞান যাঁহার সারথি এবং মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশী-ভূত, তিনিই সংসার পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হন।" বিজ্ঞান-দর্পণে ঈশ্বরের আদেশ-সকল প্রতিবিম্বিত হয়—বিজ্ঞানই আমারদের সারথি। অশ্বের যেমন রজ্জু, আমাদের সেই প্রকার মন—ইচ্ছা! ইচ্ছা যদি সেই বিজ্ঞান-সারথির বশীভূত থাকে, তবেই আমা-রদের মঙ্গল। আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন; কিন্তু স্বাধীন বলিয়া ঈশ্বর আমারদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেন নাই। আমরা স্বাধীন; অথচ তাঁহার ধর্ম্মের অধীন। ইচ্ছাকে ধর্ম্ম-নিয়মে নিয়মিত করিতে হইবে—ধর্ম্ম বলে বলবতী করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের যথার্থ স্বাধীনতা। ইন্দ্রিয়-সকলকে আপনার আয়ত্ত করিয়া ধর্ম্মের অধীন হওয়াই স্বাধীনতা—ঈশ্বরের অধীন হওয়াই স্বাধীনতা। প্রবৃত্তি-সকলের অধীন হওয়াই দাসত্ব। আপনারদের চেষ্টাতেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। আমারদের জন্য আর এক জন মুক্তি আনিয়া দিতে পারে না। আ-মাদের পাপ-ভার আর এক জন বহন করিতে পারে না। আমার দোষের জন্য আর এক জন দায়ী নহে, আমার পুণ্যের ভাগী আর এক জন নহে। "একঃ প্রজায়তে

জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একোনু ভুংক্তে সুকৃতং এক-এব তু দুষ্কৃতং ”। “একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত-ফল ভোগ করে ”। প্রতি জনেরই আপনার যত্ন চাই, প্রতি জনেরই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, বিঘ্ন-রাশি অতিক্রম করিতে হইবে; আত্মার মলিনতা অপসারিত করিতে হইবে, পবিত্রতা উপার্জন করিতে হইবে, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে, পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে হইবে। আপনার সম্পূর্ণ চেষ্টা চাই—অন্যের উপদেশ দৃষ্টান্ত সাহায্য মাত্র। যেমন আপনার যত্ন চাই, তেমনি ঈশ্বরের প্রসন্নতা চাই। আমাদের লক্ষ্য অতি উচ্চ; আমাদের আদর্শ অতি উৎকৃষ্ট। যিনি সেই “ শুদ্ধং অ-পাপবিদ্ধং ” পরমেশ্বর, তিনি আমারদের নিকটে তাঁহার বিমল মঙ্গল ছবি প্রকাশিত করিতেছেন যে আমরা তাঁহার অনুকরণ করি। আমরা আপনারা অতি দুর্ব্বল; আমাদের শক্তির সীমা আছে, আমাদের স্বাধীনতার সীমা আছে। আমারদের সাধ্য কি না, স্বীয় চেষ্টা ও যত্ন এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রার্থনা। আমরা যে পবিত্র-স্বরূপকে প্রীতি করি, যদিও কখনই তাঁহার সমান না হইতে পারি; কিন্তু যত দূর পারি, তাহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। সেই অমৃত-সাগরের এক বিন্দু মাত্রও জল যদি আমরা পান করিতে পাই, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হই। “ স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ” “এই পবিত্র ধর্ম্মের অল্প মাত্রাও মহৎ ভয় হইতে

পরিত্রাণ করিতে পারে।" আমরা কোন কালেই এমন বলিতে পারিব না, এখন আর আমাদের যত্নের প্রয়োজন নাই; কেননা কোন কালেই আমরা সেই পূর্ণ আদর্শের সমান হইতে পারিব না। আমারদের উন্নতির চেষ্টা নিয়তই চাই। যেখানে আপনার চেষ্টা নিরর্থক—সেখানে ঈশ্বরের প্রসাদ সর্ব্বস্ব। যখন মঙ্গলের দিকে—মঙ্গল-স্বরূপের দিকে আমাদের ক্রমিকই অগ্রসর হইতে হইবে, তখন ঈশ্বরই আমাদের সহায় আছেন। সেই মঙ্গল-স্বরূপে যেমন আমাদের প্রীতি অধিক হইবে—আপনার মলিনতা, আপনার ক্রূরতা, কুটিল ভাব, ততই আমরা দেখিতে পারিব না। পাপের দুর্গন্ধের মধ্যে বাস করিতে ততই ঘৃণা হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিব—কি প্রকারে পাপ হইতে আমরা দূরে থাকিতে পারি এবং ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব, তিনি তাঁহার মঙ্গল ভাব পবিত্র ভাব আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করুন। এই প্রকারে অমরা সেই সংসার পার পরব্রহ্মের পরম স্থান লাভ করিব, যাহা হইতে আমারদের আর প্রচ্যুতি হইবে না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অষ্টম ব্যাখ্যান।

২২ কার্ত্তিক ১৭৮৩ শক।

"আবিরাবীর্ম্মএধি।"

আমারদের আপনার আপনার যত্ন সহকারে ধর্ম্ম-পথে প্রতি পদ অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা অবস্থার দাস না হইয়া যাই, প্রবৃত্তির স্রোতেই তৃণের ন্যায় নীয়মান না হই—কালের গতিতেই গমন না করি—আপনার প্রতি আপনি প্রভু থাকিয়া ঈশ্বরের পথে পদার্পণ করি, দিনে নিশীথে আপনার পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিতে পাই; এ জন্য আমারদের নিয়তই যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন আমারদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কি হইবে? আমারদের এমন কি পুণ্য-বল কি ধর্ম্ম-বল যে সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সাধনা করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারি। আমারদের প্রাণের এমন কি মূল্য যে তাহা দিয়া সেই অমূল্য রত্নকে ক্রয় করিতে পারি; তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারি না। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নিষ্কাম প্রীতির সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা চাই। যখন ঈশ্বরের জন্য আমাদের একটী মহদভাব, একটি গভীর অভাব বোধ হয়—আর কিছুতেই আত্মা তৃপ্ত হয় না; যখন সকল সম্পত্তি মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অভাবে শোক-সাগরে নিমগ্ন হই—তখন তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করত প্রার্থনা করি; তুমি হৃদয়ে আসীন হও—আসীন হইয়া আমাদের তাপিত হৃদয়কে শীতল কর। সংসার যখন আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে

পারে না, সংসারের সম্পত্তি বিপত্তি বলহীন হয়—যখন তাঁহাকে না পাইয়া শরীরে আরাম থাকে না, মনের প্রসন্নতা থাকে না; তখন সেই ঘন বিষাদ অন্ধকারের পরপারে তাঁহার মুখ-জ্যোতি লাভ করিবার নিমিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি, তাঁহাকে আহ্বান করি। এই প্রকারে যখন আমরা ব্যাকুল হই; তখন তিনি আমাদের আন্তরিক প্রার্থনানুরূপ ফল প্রদান করেন—আপনাকে দিয়া আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করেন। প্রার্থনাই আমারদের বল, যেমন বালকের বল মাতার নিকটে ক্রন্দন। যদি আমরা কিছুই না পারি; তথাপি আমারদের আশা, আমারদের ইচ্ছা, আমারদের অভাব সেই বাঞ্ছা-কল্পতরুর পদতলে আনিয়া অর্পণ করিতে পারি। আমরা যাহা বলি, তিনি তাহা শ্রবণ করেন; তিনি যাহা মঙ্গল, তাহাই বিধান করেন। তিনি অমৃত প্রেরণ করেন, আমাদের আত্মা সেই অমৃত পান করিয়া দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া অনন্ত পথে চলিবার উপযুক্ত হইতে থাকে।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমরা বিষয় বিভবের নিমিত্তে তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব? সমস্ত দিবস, সমস্ত রজনী, তোমার করুণা তো আমারদের শরীর ও মন পোষণ করিতেছে। সম্পত্তি বিপত্তি, সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কার তোমার হস্ত হইতেই প্রেরিত হইয়া নিয়ত আমারদের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিতেছে। যে অবধি জীবন ধারণ করিয়াছি, সেই অবধিই তোমার করুণা তুমি মুক্ত হস্তে বিত-

রণ করিতেছ। অতএব তোমার নিকটে কি প্রার্থনা করিব ? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা ; তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক। আমাদের কিসে কল্যাণ, কিসে বিপর্য্যয় হয়, আমরা তাহার কিছুই জানি না, তাহা তুমিই জান। কিন্তু তোমার প্রসাদে এই সত্যটি জানিয়াছি যে তোমাকে লাভ করিতে পারিলে আমারদের সকল মঙ্গল ও সকল সম্পত্তি লাভ হয়। যদি সমুদয় বিষয় বিভব, মান সম্ভ্রম, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই পাওয়া যায়, তবে তাহাই মঙ্গল ; তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি সমুদয় পৃথিবীর রাজাও হই, তবে তাহা হইতে আর অমঙ্গল কিছুই নাই। তুমি হৃদয়ে আইলে আমারদের সকল মঙ্গল লাভ হয়। অতএব তোমার নিকটে আমরা এই বর চাই—"আবিরাবীর্ম্মএধি"—তুমি আমারদের নিকটে প্রকাশিত হও। তুমি হৃদয়ে থাক, হৃদয়ের প্রভু হইয়া থাক—তুমি আমারদিগকে গ্রহণ কর। আমরা ভূলোকও দেখিতেছি না—দ্যুলোকও দেখিতেছি না—তোমাকেই দেখিতেছি—তোমাকেই চাহিতেছি। যাহাতে তোমার সঙ্গে থাকি—তোমাকে দেখি—তোমার সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করি, তাহার জন্যই মন ব্যাকুল হইতেছে ; তুমি আমারদের ভগ্ন হৃদয়ে আসিয়া বাস কর—এই শরীর কুটীরে অবতীর্ণ হও। আমারদের আপনার উপরে কোন আশা নাই—আমারদের আপনার কোন বল নাই, আমরা তোমার জন্য যে অধিক কিছু করিতে পারিব, এমনো নহে। তোমার প্রসন্নতা আমারদের সর্ব্বস্ব—তুমিই আমারদের সর্ব্বস্ব।

তোমার আলিঙ্গন পাশে আমারদিগকে বদ্ধ কর—তোমার চরণের ছয়াতে রক্ষা কর, তোমার প্রেমের মধ্যে আনিয়া আমারদের সকল দুঃখ তাপ দূর কর।

তোমাকে দেখিবার জন্য যখনি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছি, তখনি তুমি শুনিয়াছ। উচ্চ পর্ব্বত শিখরে তোমার দর্শন পাইয়াছি, জন-শূন্য অরণ্যের মধ্যে তোমাকে ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিয়াছি—তুমি সেখানেও আমার হৃদয়কে শীতল করিয়াছ। এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে যখনি তোমাকে সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি—তুমি দর্শন দিতেছ; দেখিতেছি যে তুমি আমার হৃদয়কে দেখিতেছ, তোমার প্রেম-চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে স্থাপিত রহিয়াছে। এই চক্ষুর—এই চর্ম্ম চক্ষুর কি সাধ্য, কি মর্য্যাদা যে তোমার সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-জ্যোতি দর্শন করিতে পারে; প্রাণের চক্ষু সেই জ্ঞান-চক্ষুই তোমাকে দেখিতে পায়। কিন্তু আমার এই চক্ষুদ্বয় এই ক্ষণে এই সাধু-মণ্ডলীর মধ্যে তোমার পদধূলির ন্যায় তোমার পদানত ভক্তের প্রেমোজ্জ্বল-মুখ দর্শন করিবার নিমিত্তে ব্যগ্র হইতেছে। কর্ণ তোমার সেই গম্ভীর নিনাদ—সেই নিনাদ, যাহা এই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভ্রাম্যমাণ কোটি কোটি নক্ষত্র হইতে নিস্তব্ধ রজনীতে নিঃসারিত হয়; তাহাই শুনিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। এক্ষণে তোমার মঙ্গল-ভাবের আভাস সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম—মাতার স্বার্থহীন অচল স্নেহ—হৃদয়-বন্ধুর অকৃত্রিম প্রণয়-ভাব—সকলি তোমার অতুল মঙ্গল ভাব হইতে অনুভাত হইতেছে।

হে পরমাত্মন্! তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে তোমাকে দেখিতে দেখিতেই যেন আমার জীবন অবসান হয় এবং জীবনান্তে তোমার নূতন রাজ্যে জাগ্রত হইয়া যেন আবার তোমার মহিমা গান করিতে পারি—তোমাকে প্রেমাশ্রু উপহার দিতে পারি এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারি! ব্রাহ্মগণ! এইক্ষণে আমারদের সকলের মন পূর্ণ হইয়াছে, এস আমরা এই সময়ে সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি—"অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" অসৎ হইতে আমাকে সৎ স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম ব্যাখ্যান।

২৯ কার্ত্তিক ১৭৮৩ শক।

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।

ব্রহ্ম-পরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সংসারাশ্রম হইতে অবসৃত হইবার সময় যখন স্বীয় ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ীকে আপনার ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন, তখন

মৈত্রেয়ী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে স্বামিন্! যদি এই সমুদয় পৃথিবী বিত্তেতে পূর্ণ হয়, তবে ইহার দ্বারা আমার অমৃত লাভ হয় কি না? "নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, তাহা হয় না— "যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ"— কতকগুলিন উপকরণ লইয়া সংসারী ব্যক্তির জীবন যে প্রকারে গত হয়, তোমারও জীবন সেই প্রকার হইবে। "অমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" বিত্তেতে অমৃতত্বের আশা নাই। এই সকল অস্থায়ী অধ্রুব বস্তু দ্বারা সেই নিত্য সত্য বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।" ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হই, মুক্ত না হই, ঈশ্বরকে না পাই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

সকলেরই এক এক সময়ে এই প্রকার অভাব বোধ হয়। যখন জীবনের মহান্ লক্ষ্য মনেতে প্রতিভাত হয়; তখন সংসার আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না— সংসারের সমুদয় সম্পত্তি সেই গভীর আন্তরিক অভাব মোচন করিতে পারে না। তখন তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের ন্যায় ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করি—সকলকেই জিজ্ঞাসা করি; যেখানে তাঁর কোন চিহ্ন পাই, সেই খানেই যাই। যেখানে সাধু-মণ্ডলী একত্র হয়—যেখানেই তাঁর গুণ কীর্ত্তন হয়; সেই খানে গমন করি। প্রথমে হৃদয়ে অভাব বোধ হয়—পরে ব্যাকুলতা আইসে—জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়— সর্ব্বত্র অন্বেষণ করি। আপনাকে পবিত্র রাখিবার ইচ্ছা

হয়; কেন না জানিতে পারি, যাঁহাকে চাহিতেছি, তিনি সুদ্ধমপাপবিদ্ধং। পরে ঈশ্বরের নিকটে সমুদয় হৃদয়ে প্রার্থনা করি—তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি এবং তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হই। হয়ত আপনাকে পবিত্র করিতে পারি নাই—হয়ত কোন গূঢ় পাপ অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; তখন মনে করি, কেন ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। কিন্তু যখনি সেই পাপ-প্রবৃত্তিকে বলিদান দিয়া অকৃত্রিম ভাবে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করি, তখনি তার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সঙ্গে এই প্রকার যোগ। যখন অন্তরের বিষাদ-অন্ধকারের মধ্য হইতে সেই স্বপ্রকাশ সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাই, তখন কি সম্পদ্ না লাভ করি! তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়—নেত্র-যুগল প্রেমাশ্রু বিসর্জন করে—হৃদয় বিমলানন্দে পূর্ণ হয়। কিন্তু এ আনন্দ আমরা ধারণ করিতে পারি না। ঈশ্বর-রত্নকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারি না। তিনি এক বার আসেন, আবার থাকেন না। সময়ে সময়ে দেখা দেন—আমরাও কৃতার্থ হই। কিন্তু যেমন ইচ্ছা, সে প্রকার তাঁহাকে পাই না। তাঁর সেই আনন্দ-ভাব মঙ্গল-ভাব এক বার পাইয়া আমারদের তৃষ্ণা শত গুণ বৃদ্ধি হয়। কোথায় সজ্জন ভগবজ্জনের সাক্ষাৎ পাই; কোন্ স্থানে গেলে এই আন্তরিক স্পৃহা তৃপ্ত হয়; কি প্রকার কর্ম্ম করিলে, কি প্রপ্রকার মনের ভাব হইলে, ঈশ্বরকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারি, তখন তাহাই দেখি। তখন ইচ্ছা ও প্রার্থনা শত গুণ বল ধারণ করে। তখন ঈশ্বরকে বলি, যখন হৃদয়ে

দর্শন দিয়াছ, তখন কেননা সেখানে চিরস্থায়ী হও। এক বার যখন কৃতার্থ করিয়াছ, তখন বার বার আমারদের জীবনকে কৃতার্থ কর। এই শরীরকুটীরে আসিয়া চির-দিন বাস কর—কৃপা বিতরণ কর। যেমন ঈশ্বর-লাভের জন্য তন্মনা একাগ্রমনা হই—তেমনি হৃদয়কে পবিত্র রা-খিবার জন্যও সাবধান হই; তখন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে হৃদয়ে রাখিয়া পূজা করিবার জন্য পাপ হইতে বিরত থাকিতে প্রাণ-পণে যত্ন করি। আর কিছুতে তেমন ভয় হয় না, যেমন ভয় হয়, পাছে ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ আর দেখিতে না পাই। এই ইচ্ছা প্রবল হইলে সংসারের বিঘ্ন-রাশি অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। সংসারের সম্পদ বিপদের বল থাকে না। কর্ত্তব্যের কঠোরতা থাকে না। ধর্ম্ম-পথের কণ্টক-সকল শরীরে বিদ্ধ হয় না। তখন আশা ভয়, সুখ দুঃখ, ঈশ্বরেতেই সমর্পিত থাকে। তাঁহাকে পাইলে সকল সম্পত্তি লাভ হয়—তাঁহাকে হারাইলে সকলি শূন্য, সকলি নিরাশ ও অন্ধ-কার। যতক্ষণ দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় তাঁর দিকেই আত্মার লক্ষ্য স্থির থাকে, ততক্ষণ আর কিছুতেই ভয় নাই। চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝা তরঙ্গ, চতুর্দ্দিকে বিপত্তি বিষাদ, তথাপি তাঁর মুখ দেখিতে দেখিতেই আমরা সকল বিঘ্ন, সকল শোক, সকল তাপ অতিক্রম করি।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমারদের এই লক্ষ্য যেন স্থির থাকে। তোমারদের ইচ্ছা যেন দুই ভাগ না হয়। তোমারদিগের সেই ঈশ্বরকে লাভ করিবার একই ইচ্ছা থাকিবে, আর আর ইচ্ছা তাহার অনুগত হইবে। ব্রহ্মই তোমারদের

লক্ষ্য, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই তোমাদের লক্ষ্য। তাঁ-হাকে লাভ করিবার ইচ্ছাই প্রধান। সেই ইচ্ছাই তো-মারদের রাজা, মন্ত্রী, যন্ত্রী; আর আর বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, তাহার দাসের ন্যায়। আমরা ব্রাহ্ম—ব্রহ্মের সঙ্গে আমারদের সম্বন্ধ, নিত্য সম্বন্ধ। আমরা কি সামান্য বিষয়ী লোকের ন্যায় সংসারের ক্ষতি লাভ লইয়াই থাকিব? যেমন "উপকরণবতাং জীবিতং"—যেমন কতকগুলীন উপকরণ লইয়া সংসারিদিগের জীবন গত হয়, আমারদেরও কি সেই প্রকার জীবন হইবে? আ-মরা কি ঈশ্বরেতে প্রীতিশূন্য হইয়া—পাষাণ সমান হৃদয় লইয়া, কেবল বিষয় ব্যাপার, ক্রিয়া কলাপ, কার্য্য কর্ম্মেতেই লিপ্ত থাকিব? ঈশ্বরের কার্য্য পশু পক্ষী, চন্দ্র সূর্য্য, সকলেই করিতেছে। সূর্য্যের ন্যায় অবি-শ্রান্ত-রূপে কে তাঁহার কার্য্য করিতে পারে? মেঘের ন্যায় এত বারি-ধারাবর্ষণ করিয়া কে এ পৃথিবীর উপকার করিতে পারে? আমরা কি অচেতন মেঘ সূর্য্যের ন্যায় অচেতন হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য করিব? আমারদের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তো উপদেশ এই যে আমরা ইচ্ছার সহিত—প্রীতির সহিত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। ঈশ্বরও চাই, সংসারও চাই, আমারদের ইচ্ছা এমন দ্বিধা নহে। ঈশ্বরকে পাইয়া যদি সংসার থাকে, তবে থাকুক; নতুবা সংসার চাহি না। আমারদের আত্মার উন্নতি ও মঙ্গ-লের জন্য যে সকল সাংসারিক বিষয়-সুখের প্রয়োজন, সে সকল সুখ তো ঈশ্বর নিয়তই বিধান করিতেছেন এবং করিবেনই। তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধা-

চ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"। "তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন"। যে সকল কঠোর পর্ব্বত কেবল হিমের আলয়, সেখানেও অগ্রে জীবিকা রাখিয়া জীব-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে কি তিনি আমারদিগকে বিস্মৃত থাকিবেন? যখন আমরা মাতৃ-গর্ভ-অন্ধকারে থাকিয়া কিছুই জানিতাম না, তখনো তিনি আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন্ কি দেখিবেন না? তিনি যদি এখনি আমারদের সম্মুখে তেজোরাশি-রূপে আবির্ভূত হইয়া বলেন, বর প্রার্থনা কর, আমরা কি প্রার্থনা করিব? আমরা কি প্রার্থনা করিব প্রতিদিন যেন অন্ন পাই, বস্ত্র পাই? না বলিব, যেমন এখন কৃপা করিয়া দেখা দিলে, এই প্রকার চিরকাল আমার নয়নের সম্মুখে থাক; আমার হৃদয়ে থাক; অনন্ত কালের উপজীবিকা হইয়া থাক। আমরা যেমন এই পৃথিবীতে বিষয়-সুখের জন্য প্রার্থনা করি না, সেই রূপ পরলোকের সুখের জন্যও আকাঙ্ক্ষী নহি। আমারদের প্রার্থনা ইহা নহে যে ইন্দ্র লোকে গিয়া রাজত্ব করিব—স্বর্গে গিয়া সুখ-ভোগ করিব—সুরা অপ্সরা লইয়া নানা প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখে পরিবৃত থাকিব। এ সকল কল্পনা ও ক্ষুদ্রতা আমারদের নহে। যে সকল সুখ এই পৃথিবীরই যোগ্য নহে, তাহা আমরা স্বর্গ লোকে গিয়া আবার ভোগ করিতে চাহি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এ প্রকার নয় যে "চন্দ্র লোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে"। "পুণ্য-বলে চন্দ্রলোকে গিয়া তথাকার ঐশ্বর্য্য-ভোগের শেষ হইলে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মিতে হ-

হবে।” আমরা চন্দ্রলোকেরও ঐশ্বর্য্য চাহি না, পৃথিবীরও দুর্গতি চাহি না ; আমারদের আকর্ষণ ঈশ্বরের দিকে। সর্ব্ব-সুখ-দাতা আমারদের জন্য স্বর্গলোক-সকল যে কি প্রকার সজ্জাতে সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন ; কিন্তু আমরা সেখানে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই আমারদের সকল কামনা সিদ্ধ হইল, সকল সম্পত্তি লাভ হইল। আমরা স্বর্গ নরকের প্রতি দেখিতেছি না, আমরা ঈশ্বরকেই দেখিতেছি, তাঁহাকেই চাহিতেছি। আমারদের এই ইচ্ছা, যে যত কাল থাকি, তাঁর সঙ্গেই থাকিতে পাই ; লোক হইতে লোকান্তরে দিন দিন উন্নত হইয়া তাঁহার সহবাস জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অধিকাধিক উপভোগ করিতে পারি।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমারদের হৃদয়ে এই উন্নত আশা প্রেরণ করিতেছ, তুমি অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিবে। এখানে যেমন তোমার সঙ্গে যোগ হইয়াছে; নিত্যকাল তোমারই সঙ্গে থাকিব, এবং তোমার পথে অগ্রসর হইব, এই আমাদের আশা—এই আশা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দশম ব্যাখ্যান।

---

১৩ অগ্রহায়ণ ১৭৮৩ শক।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং।
অথ ধীরাঅমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

বালকেরা—নির্ব্বোধেরা বহির্ব্বিষয়েরই প্রতি মনকে ধাবিত হইতে দেয়। তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়—ক্ষুদ্র কামনার বিষয়েরই পশ্চাৎ গমন করে। "তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং" তাহারা বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়। তাহারদের অমৃত লাভ হয় না—তাহারা সংসারের অস্থায়ী ক্ষয়শীল ক্ষুদ্র বিষয়-সুখ লাভ করিয়াই তুষ্ট থাকে। কিন্তু ধীরেরা সেই ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া—সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের নিত্য সহবাস-জনিত অমৃত আনন্দ-রসের আস্বাদন পাইয়া সংসারের নিকৃষ্ট বিষয়-সুখ আর প্রার্থনা করেন না। এক জন বিষয় লইয়াই মত্ত—দিবা নিশি বিষয়-চিন্তা বিষয়-ভোগেই ব্যস্ত; সেই ঘোর বিষয়ী সংসারের কুটিল পথেই দন্দ্রম্যমাণ হইয়া ভ্রমণ করে। আর এক জনের লক্ষ্য ঈশ্বরের প্রতি, সেই অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গল-স্বরূপের—সেই গম্ভীর জ্ঞান-সমুদ্র প্রকাশবান্ ভুবনেশ্বরের প্রতি। তিনিই তাঁহার নয়নের কিরণ, তিনিই তাঁহার হৃদয়ের ধন। তাঁহাতেই তিনি ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা সমর্পণ করেন।

ব্রহ্মের প্রতি যাঁহার লক্ষ্য, তিনিই ব্রাহ্ম। যেমন বিষয়ীর লক্ষ্য বিষয়, সেই রূপ ব্রাহ্মের লক্ষ্য ব্রহ্ম।

বিষয়ীর আর ব্রাহ্মের লক্ষ্য কেমন ভিন্ন—যেমন অন্ধকার আর আলোক। এক জন অন্ধকার চান, এক জন আলোক চান,—এক জন মৃত্যু চান, এক জন অমৃত চান; এক জন অসৎকে, এক জন সৎকে প্রার্থনা করেন। এই একই পৃথিবীতে দুই বিভিন্ন লোক বাস করিতেছে। যেমন এ পৃথিবীতে রাত্রিও আছে, দিনও আছে—সূর্য্যের আলোকও আছে, রজনীর অন্ধকারও আছে; সেই রূপ এখানে ব্রাহ্মও আছেন, বিষয়ীও আছেন। ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মগণ পর্ব্বতের শিখর-দেশের ন্যায় উন্নত হইয়া উর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন, বিষয়াসক্ত সংসারী সংসার-পাতালেই মগ্ন রহিয়াছে। যেমন পশু হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ মনুষ্য হইতে ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্ম শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর সকল লোকেই যদি ব্রহ্ম-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের পূজাতে অনুরক্ত থাকে, তবে এই পৃথিবীই স্বর্গ-তুল্য হয়।

বিষয় যাহারদের লক্ষ্য, ঈশ্বর তাহারদের উপায়। তাহারা ঈশ্বরকে আপনার মনের মত কল্পনা করিয়া লয়। তাহারদের ঈশ্বর পক্ষপাতী। তাহারা তাঁহার নিকট হইতে অজস্র বিষয়-সুখই প্রার্থনা করে—ঈশ্বরকে বিষয়-সুখ--লাভের উপায় করে। তাহারা বলে, আয়ু দেও, যশ দেও, পুত্র দেও, ধন দেও—আমার হৃদিশ্রিত বিষয়-কামনাসকল পূর্ণ কর। কিন্তু ব্রাহ্মেরা কি প্রার্থনা করেন? তাঁহারা বলেন, "দর্শন দেও হে কাতরে, দীন হীন আমি"—"ধন মান চহিনা তোমা হতে, দেও এই অধিকার; নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি"। ব্রাহ্মের এই

আন্তরিক প্রার্থনা যখন পূর্ণ হয়, তখন তাঁহার হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা-সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া ঈশ্বরেব চরণে ধাবিত হয়। যেমন তাঁর বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়—যেমন তিনি সন্তোষামৃত লাভ করেন—যেমন তাঁহার সুপ্রশস্ত প্রসন্ন আত্মাতে ঈশ্বরকে বিরাজিত দেখেন; তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ব্যক্ত করেন "আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !—আশ্চর্য্য তোমার দয়া, জগদীশ ! আশ্চর্য্য তোমার করুণা—আমি কে যে আমাকে তুমি দেখা দিতেছ !" তিনি কৃতজ্ঞতা কোথায় রাখিবেন, কি প্রকারে ব্যক্ত করিবেন, তাহা তিনি জানেন না। তাঁহার প্রেমাদ্র্র হৃদয় ঈশ্বরের সত্তাতে পূর্ণ হইল—তিনি কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির পান না।

ধর্ম্ম তখন তাঁহার অনুকূল। যে ধর্ম্ম আমারদের এই পৃথিবীর বন্ধু—যে ধর্ম্ম স্বর্গের বন্ধু—যিনি আমারদের হস্ত ধারণ করিয়া পরম পিতার নিকটে লইয়া যান; সেই ধর্ম্ম তাঁহার সুহৃৎ ও মন্ত্রী। তিনি তাঁহার মস্তকে হস্ত দিয়া বলেন, আমাকে যিনি তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার আদেশ এই যে আমি তোমাকে তাঁহারই নিকটে লইয়া যাইব। আমরা তাঁহার এই মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া যখন তাঁহার অনুগামী হই, তাঁহার অনুরোধে বিষয় সম্পৎ ত্যাগ করি, কষ্ট স্বীকার করি; তখন আমারদের ইচ্ছা সবল হয়, হৃদয় মধুময় হয়—মধুময় আত্মাতে পরমেশ্বর আনন্দ রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশিত হন।

ধর্ম্ম ব্রাহ্মের অনুকূল, বিষয়ী লোকের প্রতিকূল। ধর্ম্ম যখন তাহাকে গম্ভীর স্বরে তাহার দুর্গতি পরিহারের জন্য

কোন অনর্থকর বিষয় ত্যাগ করিবার আদেশ করেন, তখন তাঁহার মনে সে আদেশ কি কঠোর বোধ হয়! তাহার হৃদিশ্রিত কামনার বিষয় পরিত্যাগ করিতে সে কেমন কুণ্ঠিত হয়। সে ধর্ম্মকে কঠোর শিক্ষকের সমান দেখে, তাঁহার মধুময় ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। সম্বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া যখন সে তাঁহার পরিশ্রমের বিষময় ফল, নীচ প্রবৃত্তির পাপ-দূষিত বিষয়, লাভ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছে—ধর্ম্ম বলিতেছেন মিথ্যা সাক্ষ্য, প্রবঞ্চনা, শঠতা পরিত্যাগ কর, এখনি পরিত্যাগ কর—অন্যায় রূপে পর-দ্রব্য গ্রহণ করিও না—নির্দ্দোষকে দুর্ব্বলকে পীড়ন করিও না—পান-দোষ, ব্যভিচার-দোষ ত্যাগ কর—এই সকল আদেশ তাহার শ্রবণে যেন বজ্রপাত হয়। যাহারা সর্ব্ব প্রযত্নে বিষয়-সুখকেই সেবা করিতেছে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ করিতে মৃত-তুল্য হয়। “ধর্ম্মং-চর” ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, এই অর্থ-পূর্ণ গুরুতর আদেশ তাহারদের নিকটে অনেক সময় অর্থ-শূন্য সারহীন হয়। তাহারা ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, আলিঙ্গন করে না; তাহারা অর্থ চায়, সুখ চায়—অগ্রে লাভ ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করে। এই জন্য ধর্ম্ম তাহারদের নিকট কঠোর গুরু, তাহারদের সুসাধ্য সুখ-ভোগের বিঘ্নকারী। তাহারা অনেক সময়ে ধর্ম্মের গূঢ়তম অন্তঃস্ফুট বাক্য-সকল অবমাননা করিয়া মহা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্ম যাঁহার প্রার্থনীয়, ব্রহ্ম যাঁর লক্ষ্য; ধর্ম্ম তাঁহার অনুকূল হইয়া তাঁহারই প্রার্থনীয় প্রিয়তমকে তাঁহার নিকটে আনিয়া দেন। ধর্ম্ম এক জনের কঠোর শিক্ষক—

আর এক জনের হৃদয়-বন্ধু। কারণ দুই জনের লক্ষ সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য সংসারে ভ্রমণ করেন, আর এক জন ঈশ্বর-লাভের উদ্দেশে সংসার-ধর্ম্ম পালন করেন।

যাহারদের ঈশ্বরেতে বিরাগ ও বিষয়েতে অনুরাগ; তাহারা স্বীয় হৃদয়ে ঈশ্বরের আনন্দরূপ অমৃত-রূপ দেখিতে পায়না। বিষয়-লোলুপ ও মোহান্ধ হইয়া পাপাগ্নিকে রত্ন বোধে গ্রহণ করিতে যায়, দগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আইসে। মস্তকে ধর্ম্ম-দণ্ড সহ্য করে; ঈশ্বরকে দেখে যে তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক। তাহারা অন্যায়ার্জ্জিত সম্পত্তি ও পাপ-প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে চাহে না, তাহারা তাঁহা হইতে দূরেই যায় এবং দূরে থাকিবার অভিলাষ করে—সুতরাং নির্ভয় হইতে পারে না, সংসারমোহে মুগ্ধ থাকিয়া শোকই করিতে থাকে। তাহারদিগকে এই সকল যন্ত্রণা তাড়না কেন ভোগ করিতে হয়? ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে তাহারা বিষয়-সুখেতেই তৃপ্ত না থাকুক। তাহারা আপনার হীন লক্ষ্য পরিত্যাগ করুক। তাহারা দুর্জ্জন-সেব্য ভীষণ অরণ্য হইতে আপন পিতার আলয়ে ফিরিয়া আসুক, যেখানে মোহ শোকের বল নাই, সংসার যন্ত্রণার ধার নাই, পাপ তাপের অধিকার নাই।

বিষয় যাহাদের লক্ষ্য, স্বর্গে গিয়াও তাহারদের শান্তি নাই। বিষয়ীর স্বর্গ কেবল বিষয়সুখেই পরিপূর্ণ। বিষয়ী ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও পৃথিবীর ধূলিকে স্বর্গে লইয়া যাইতে চাহে। তিনি যদি কখনো নিষিদ্ধ বিষয়-সুখ

পরিত্যাগ করেন—ধর্ম্ম-পালনের জন্য সত্য-পালনের জন্য কঠোরতা স্বীকার করেন, তবে মনকে আশ্বাস দেন যে এখানে দশ গুণ ত্যাগ করিলে স্বর্গেতে তাহার শত গুণ বিষয় লাভ হইবে। তিনি স্বকীয় কল্পনা-বলে সুরা অপ্সরা নৃত্য গীত লইয়া পবিত্র স্বর্গকেও বিষময় পাপালয় করিয়া তুলেন। বিষয়ীরদের স্বর্গ ও নরক উভয়ই তুল্য, এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে—"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং।" নির্ব্বোধেরা বহির্ব্বিষয়েরই পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়।

কিন্তু ব্রহ্ম পরায়ণের কি আশা, কি অভিলাষ। তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, স্বর্গেতে ঈশ্বরের মঙ্গল মূর্ত্তি আরো দেখিতে পাইবেন, তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি আরো অধিক দিতে পারিবেন। তাঁহার জন্য এক স্বর্গ নয়—দেব-লোক হইতে দেব-লোক তাঁহার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রীতি সমন্বিত দেবতা-সকল তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অনন্ত স্বরূপ তাঁহার লক্ষ্য—অনন্ত কাল তাঁহার জীবন। তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গ-লোকে ক্রমিকই ঈশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেন; প্রতি দিনই তাঁহার মহোৎসব হইবে। আমরা এই খানেই ঈশ্বরকে প্রীতি দান করিয়া যত টুকু আনন্দ উপভোগ করি, যদি তাহার এক মাত্রা আর অধিক হয়, তবে সে প্রেম সে আনন্দ কি মনে ধারণ হয়, না বাক্যেতে ব্যক্ত হয়; তবে স্বর্গ-লোকে তাঁহার পবিত্র আনন্দ যাহা উপভোগ করিতে পাইব, তাহা এ পৃথিবী হইতে কি প্রকারে অনুভূত হইবে? আমরা এই পৃথিবী

হইতে লোকান্তরে জ্ঞানেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আরো গাঢ়-রূপে সম্মিলিত হইব, তখন আমারদের কি না লাভ হইবে? এই আশাতে কে না উৎফুল্ল হয়! ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের মনে এই উন্নত আশা প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিতেছেন যে আমরা ঈশ্বরের পতিত সন্তান নহি। আমরা পরম পিতার ত্যক্ত্য পুত্র নহি। আমরা অমৃতের পুত্র—অমৃত-লাভের অধি-কারী। দেবতাদের সঙ্গে আমারদের সমান অধিকার। আকাশে অগণ্য অগণ্য জ্যোতির্ম্ময় লোক-মণ্ডলে জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতিতে উন্নত দেবতা-সকল যাঁহার মহিমা সহস্র স্বরে গান করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গেই আমারদের নিত্য কালের যোগ। এই সময়েই যখন আমারদের স্তুতি গানে আকাশ পূর্ণ হইতেছে, এখনি কত কত জ্যোতির্ম্ময় লোক হইতে ঈশ্বরের মহিমা-ধ্বনি নিঃসারিত হইতেছে। যে যেখান হইতেই তাঁহার পূজা করে, সকল পূজাই তাঁহার পদতলে একত্র হইয়া মিলিত হয়।

হে পরমাত্মন্! আমারদের প্রতি তোমার কৃপা বিতরণ কর। এই বঙ্গদেশের দীন হীন সন্তানগণ পাপেতে মলিন রহিয়াছে। যেখানে দেখি, লোকেরা তোমাকে ছাড়িয়া কেবল বিষয়-সুখে উন্মত্ত রহিয়াছে! হে পরমাত্মন্! যোড় করে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, তুমি আমারদের হৃদয়কে পবিত্র কর। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নত লক্ষ্য সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া এই বঙ্গ-দেশের দূষিত ভাব পরিষ্কার কর। হে নাথ! তোমা ভিন্ন আর আমারদের গতি নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

একাদশ ব্যাখ্যান।

১০ মাঘ ১৭৮৩ শক।

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

ঈশ্বর আত্মার প্রাণ; তিনিই তাহার আলোক, তিনিই তাহার অমৃত। তাঁহার অভাবে আত্মা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া বিষাদ-সাগরে মগ্ন হয়। তাঁহাকে দেখিয়াই আত্মা জীবন পায়, তাঁহাকে এক মাত্র গতি জানিয়াই সে নির্ভয় হয়। তিনি যখন আত্মাতে প্রকাশিত হন, তখন তাহা মধুময় হয়। সেই মধুময় আত্মা ঈশ্বরকে মধু-স্বরূপ রস-স্বরূপ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়, তিনি তাঁহার সেই মঙ্গল-কিরণে জগৎ সংসারকে উজ্জ্বল দেখেন। তাঁহার নিকটে পৃথিবী, নদী, সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য, সকলি মধুময় হয়। সেই অমৃতের সঙ্গে যোগ করিয়া তিনি অমৃত লাভের প্রতি স্থির নিশ্চয় থাকেন।

যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করে নাই, যে তাঁহা হইতে চিরদিন বঞ্চিত রহিল—যে তাঁহাকে প্রীতি দ্বারা পূজা না করিয়া, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁর কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া, বিষয়-সেবাতেই জীবনকে ক্ষয় করিল; ধিক্ তার সেই জীবন। তার দুর্গতির আর অন্ত নাই—সে ক্লেশ হইতে ক্লেশে, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, পদ নিক্ষেপ করে। এ প্রকার দীন হীন পশুবৎ জীবনে কি প্রয়োজন। আপনার ক্ষুদ্র মলিন হৃদয় লইয়াই কি আমারদের জীবন অবসান হইবে? চতুর্দ্দিকে পাপ তাপ দুঃখশোকের মধ্যে থাকিয়া

যদি সেই পবিত্র-স্বরূপের উপর নির্ভর করিতে না পারিলাম, তবে আর শান্তি কোথায় পাইব ? আমারদের জন্য সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আলোক বর্ষণ করিতেছে—বায়ু অবিশ্রামে বহমান হইয়া আমারদের জীবন রক্ষা করিতেছে—বৃষ্টি আমারদের জন্য মেদিনীকে উর্ব্বরা করিয়া আমারদের শরীর পোষণ করিতেছে—অজস্র কামনার বিষয়ে আমরা পরিবৃত রহিয়াছি। এই সকল ভোগই কি আমাদের তাবৎ? ইহার মধ্যে কি আমরা সর্ব্ব-সুখদাতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে পারিব না ? যেমন এই পৃথিবী নিঃশব্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আলোক লাভ করিতেছে, আমরাও কি সেই রূপ হতচেতন হইয়া তাঁহার প্রদত্ত কামনার বিষয়-সকল উপভোগ করিব? না আমারদের কণ্ঠ হইতে কৃতজ্ঞতা-ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎকে ধ্বনিত করিবে।

ঈশ্বর হইতে যে বিচ্যুত রহিয়াছে, সে মৃত্যুর অতীত শক্তিকে—সেই মৃত সঞ্জীবনী শক্তিকে আর হৃদয়ে অনুভব করিতে পায় না। সে অমৃতের অভাবে এই জগৎ সংসারকে শ্মশান তুল্য বোধ করে। মৃত্যুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অমৃতের ভাব উদয় হয় না। সে শরীরের অস্থি চর্ম্ম মাংসই দেখে—অন্তরের আত্মাকে দেখে না, তাহার নিকটে পরলোক প্রকাশ পায় না। সে মোহান্ধ হইয়া মনে করে, পৃথিবী পর্য্যন্তই জীবন—মৃত্যু হইল তো শেষ হইল। সে পৃথিবীতে কখন কখন পাপের জয় ধর্ম্মের পরাজয় দেখিয়া ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের অক্ষয় ন্যায় মনে করিতে পারে না। যেখানে ধর্ম্মাত্মার সকল দুঃখের অবসান হইবে, যেখানে অন্যায় অত্যাচারের শাসন হইবে,

এমন স্থান সে দেখিতে পায় না। সুতরাং সমুদায় ঘটনা তাহার নিকট প্রহেলিকার ন্যায় থাকে!

মৃত্যুর নিকটে কাহারো বিচার নাই—ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যবান্, সে সকলকেই আক্রমণ করে। এখন যিনি সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতেছেন—যিনি বীণা বেনু মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার সুখের আর বিরাম হইবে না; মৃত্যু এক সময় তাঁহার সুখের শরীর হইতে সমস্ত আভরণ হরণ করিবে। তিনি শ্মশানে শব হইয়া পড়িয়া থাকিবেন। তিনি যখন দর্পণে আপনার সুন্দর মুখ দেখেন, তখন আর মনে করিতে পারেন না যে এই মুখ এক সময় জ্যোতিহীন প্রভাহীন হইয়া যাইবে। যদি কখনো মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, মৃত্যুই কি আমার শেষ? না মৃত্যুর পরে আর কিছু আছে? আপনার মোহ-মেঘাচ্ছন্ন আত্মা হইতে ইহার কোন উত্তর পান না। দিন দিন অপেক্ষা করেন, মৃত্যুর পরদেশে কি আছে, তথাপি তাহার সংবাদ কেহ তাঁহাকে আনিয়া দেয় না। যদি কোন লোকের নিকট জানিতে যান, তবে কেহ বলেন, “চন্দ্রলোকে গিয়া পুণ্যের সমুদায় ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসিতে হইবে।” কেহ বলেন, “পুণ্যাত্মাকে তিনি অনন্ত স্বর্গ প্রদান করিবেন—পাপীকে অনন্ত নরক যাতনায় দগ্ধ করিবেন।” ইহাতে তাঁহার ভয় যায় না। তিনি কোন্ কথা গ্রহণ করিবেন? কাহার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন? আমারদের আত্মাতে যদি ঈশ্বরের আলোক প্রকাশ না পায়, যদি তাঁহার সঙ্গে

যোগ না করি, তবে এই সংশয় অন্ধকার কিছুতে বিমোচন করিতে পারি না। কিন্তু যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করি—যখন তাঁহার মঙ্গল ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তখন সংশয় অন্ধকার হৃদয়কে আর আচ্ছন্ন করে না। তখন আপনাপনি বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার যে যোগ তাহা চিরকাল থাকিবে। তখন নিঃসংশয়ে বলিতে পারি 'যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি' যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। যদিও মৃত্যুর পরে কি হইবে, তাহার সকল জানিতে না পারি; কিন্তু জানিতে পারি, আমরা ঈশ্বরেরই আশ্রয়ে থাকিব। এখানে যত জ্ঞান, যত ধর্ম্ম, যত প্রীতি উপার্জ্জন করিব; তদনুসারে উন্নত লোকে গিয়া উন্নত হইব। যদি আমরা কুটিল পাপে বিকৃত হইয়া এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হই, তবে আমারদের নিঃসংশয় অধোগতি হইবে; কিন্তু সেখানে তাঁহার ন্যায়-দণ্ড ভোগ করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সৎপথে ফিরিয়া আসিব। অনন্ত মঙ্গলের রাজ্যে অনন্ত নরক নাই। যিনি আমারদের পরম পিতা, যিনি ইহারই জন্য শাস্তি দেন যে আমরা তাঁহার পথে ফিরিয়া আসি; তিনি কি পাপীকে অনন্ত নরকে দগ্ধ করিবেন? ইহা যদি সত্য হয়, তবে আর সকলি মিথ্যা। সেই মঙ্গল-স্বরূপের উপর যখন আমারদের বিশ্বাস যায়, তখন মনে করিতে পারি না যে তিনি পাপের জয় করিবেন—অমঙ্গলের জয় করিবেন—নরকাগ্নিকে অনন্ত কাল জ্বলিতে দিবেন। যদিও চতুর্দ্দিকে রোগ

শোক পাপ তাপ দেখিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে না পারি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে ঈশ্বর তাঁহার সংসারকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না। তিনি সহস্র উপায় দ্বারা মঙ্গলেরই জয় করিবেন। তাঁহার সংসারের একটি প্রাণীকেও তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি সকলকে উন্নতি হইতে উন্নতিতে লইয়া যাইবেন। পাপীকে দুঃখ ক্লেশ দণ্ড দিয়া—পুণ্যবান্‌কে আনন্দের উপর আনন্দে প্লাবিত করিয়া, আপনার দিকেই আকর্ষণ করিবেন।

এই প্রকার, ঈশ্বরের সঙ্গে যিনি আত্মার যোগ করেন, তিনি কালের হস্ত দেখিয়া ভীত হন না। ঈশ্বরের আলোক যাঁহার হৃদয়ে আঁধারের দীপ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়, তিনি সেই আলোকে সকল দর্শন করেন। তিনি তাঁহার পরম গতি চরম গতিকে দেখিয়া ভয়-শূন্য হন। পক্ষিরা যেমন অরণ্যে গিয়া আপন আপন মনের উল্লাসে সঞ্চরণ করে, তিনি সেই রূপ শরীর-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট যাইবার অভিলাষ করেন। ঈশ্বরের উজ্জ্বল মুখ দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান উজ্জ্বল হয়। যে আলোকে তাঁহার হৃদয় প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে তিনি মৃত্যুর পরপার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধাম দেখিতে পান। ঈশ্বরকে পাইয়া তিনি সকল অন্ধকারের আলোক পান। শত শত গ্রন্থ পাঠ করিলে—শত শত ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করিলে যে বিশ্বাস না হয়, এক বার ঈশ্বরের আলোক দেখিতে পাইলে আমারদের চক্ষু উন্মীলন হয়। এক বার তাঁহার অমৃত-রসের আস্বাদন পাইলে রাশি রাশি গরল ধ্বংশ হয়; ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করিলেই আমরা

মুক্তির পূর্ব্বাভাস পাই। যিনি এক বার পরমাত্মাকে দেখিতে পান, দিন দিন তাঁহাকে অধিক দেখিতে পাইবেন, এই আশাতে তিনি উৎফুল্ল থাকেন। বিপদ্ তাঁহার নিকট সম্পদ্ তুল্য হয়—মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়। যিনি পরলোকের প্রতি সংশয়-শূন্য হইতে চাহেন, তাঁহাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে গমন কর—তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি দর্শন কর, অবশ্যই সংশয়-শূন্য হইবে। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" তাঁহাকে দেখিলে "হৃদয়ের গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়।" আমরা যদি পাপেতে কলঙ্কিত হই, তথাপি অমরা নিরাশ হই না। আমরা অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি আমারদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমরা পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। আমরা যদি আপনার ইচ্ছাতেই পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হই, তবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না তো আর কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আমারদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বলেন "বৎস! ভীত হইও না—আমি তোমাকে গ্রহণ করিব।" তাঁহার অভয়-দ্বারে গেলে তিনি আমারদিগকে দূর করিয়া দেন না। এই পৃথিবীতেই হউক, অন্যত্রই হউক, যখন যে অবস্থাতে আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইতে যাইব, তখনি আমারদের সন্তাপাশ্রু মার্জ্জনা করিয়া আপন আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিবেন। "পাপী তাপী সাধু অসাধু দিবেন সবারে মঙ্গল-চ্ছায়া—

কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।”

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের সকলকে তোমার আশ্রিত করিয়া তোমাকে প্রীতি ও তোমার কার্য্য করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছ। আমরা এখান হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমে উন্নত লোকে গিয়া তোমার অভিমুখে অগ্রসর হইব। যে অমূল্য শাশ্বত সুখ তুমি আমারদের জন্য সঞ্চিত করিয়াছ, আমরা যেন আপনার দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত না হই। আমারদের আত্মাকে উন্নত ও পবিত্র করিয়া যেন তোমারই পদতলে আনিয়া রক্ষা-করিতে পারি। তুমি আমারদিগকে যে সকল অমূল্য অধিকার দিয়াছ, তাহা যেন তোমারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে পারি। তুমি সহায় না হইলে আমরা আপনার যত্নে কিছুই করিতে পারি না; অতএব তোমার অক্ষয় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমারদিগকে তোমার অমৃত পথে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।